পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে পরাজয়ের পর পদত্যাগ ফরাসি প্রধানমন্ত্রীর

সারে-জমিন

স্কুলের অফিস গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

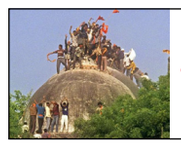

'ক্ষমার অযোগ্য': ১৯৯২ সালের ৭ ডিসেম্বর 'দ্য হিন্দু'র সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

আবাসে নাম প্রতি ৭ হাজার করে টাকা তোলা নিয়ে বিতর্ক

সাধারণ

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
৬ ডিসেম্বর, ২০২৪
২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
৩ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 329 ■ Daily APONZONE ■ 6 December 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

পশ্চিমবঙ্গের নাম 'বাংলা' করতে সংসদে সরব তৃণমূল

আপনজন ডেস্ক: সংসদে, তৃণমূল কংগ্রেস আবারও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলা' করার তাদের পুরনো দাবি পুনর্ব্যক্ত করেছে। দলের সাংসদ মমতা ঠাকুর রাজ্যসভায় একটি বিশেষ উল্লেখের সময়, রাজ্যের নাম পরিবর্তন করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, ২০১৮ সালে, পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজ্য বিধানসভায় এই প্রস্তাবটি পাস করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে নাম পরিবর্তন করার অনুরোধ করেছিল।
নাম পরিবর্তনের পিছনে রাজ্য সরকারের যুক্তি ছিল যে এটি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সাথে সম্পর্কিত একটি মানসিক সমস্যা। রাজ্যের বাংলাভাষী মানুষ রাজ্যের প্রাচীন নাম বদলে বাংলা করার দাবি জানাচ্ছেন। প্রস্তাবে আরও বলা হয়, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, মুম্বাই, প্রয়াগরাজের মতো অনেক উদাহরণ রয়েছে যাদের আগের নাম ছিল। তাই বাংলার আবেগের কথাটা ভেবে 'বাংলা' করা হোক।

সংসদে স্লোগান 'মোদি আদানি এক হ্যায়, আদানি সেফ হ্যায়'

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার অধিকাংশ 'ইন্ডিয়া' সদস্য শীতকালীন জ্যাকেটের পেছনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে শিল্পপতি গৌতম আদানির ছবি সেঁটে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখান।
সেই বিক্ষোভে শামিল হন বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধি, ওয়েনাডের সংসদ সদস্য প্রিয়াঙ্কা গান্ধীসহ বিরোধী সদস্যরা। আদানির বিরুদ্ধে ওঠা সব দুর্নীতির তদন্তে যুগ্ম সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) গঠনের দাবিও তাঁরা জানান। প্রিয়াঙ্কার নেতৃত্বে বিরোধীরা তালে তালে 'জেপিসি, জেপিসি' স্লোগান দেন। বিরোধী নেতারা ওই জ্যাকেট পরে অধিবেশনকক্ষেও যান। লোকসভার স্পিকার পরে নির্দেশ দেন, রাজনৈতিক স্লোগান লেখা জামাকাপড় পরে সভায় আসা যাবে না। কংগ্রেসিদের জ্যাকেটের পেছনে এক বৃত্তের মধ্যে মোদি–আদানির এক ছবি সাঁটা ছিল। তার চারদিকে গোলাকারে লেখা, 'মোদি আদানি এক হ্যায়, আদানি সেফ হ্যায়'।
বিক্ষোভ চলাকালে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কিছুতেই আদানির বিরুদ্ধে ওঠা কোনো অভিযোগের তদন্ত করাবেন না। কারণ, সেই তদন্ত তাঁর নিজের বিরুদ্ধেই করাতে হবে। তিনি ও আদানি এক ও অভিন্ন।'

সংসদে রাহুল গান্ধির টি শার্টে লেখা স্লোগান

দূরে থাকল সপা, তৃণমূল

আদানিসংক্রান্ত কংগ্রেসের প্রচারকে বিজেপি বিদেশি চক্রান্ত বলে জাহির করেছে। লোকসভায় বিজেপি সদস্য নিশিকান্ত দুবে বলেন, এই চক্রান্তের লক্ষ্য ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি রোধ করা। মার্কিন ধনকুবের জর্জ সোরস এই চক্রান্ত চালাচ্ছেন। তাঁকে মদদ দিচ্ছেন রাহুল গান্ধীরা। বিজেপির ওই অভিযোগের জবাবে কংগ্রেস সদস্য গৌরব গগৈয়ের দাবি, আদানির বিরুদ্ধে অভিযোগ ভারতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কি না, সেটাই তদন্ত করা হোক। তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হোক জেপিসিকে। সেই হট্টগোলের মধ্যে স্পিকার বেলা দুইটা পর্যন্ত লোকসভা মুলতবি করে দেন। শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহ লোকসভা ও রাজ্যসভা চলতে পারেনি। আদানি, সম্ভল, মূল্যবৃদ্ধি, মণিপুর কোনো বিষয়েই বিরোধীদের আনা কোনো মুলতবি প্রস্তাব মানা হয়নি। গত মঙ্গলবার থেকে সভা স্বাভাবিক হয় সংবিধান নিয়ে ওঠা বিতর্ক সরকার মেনে নেওয়ায়। এরপর বিরোধীরা বিক্ষোভের চরিত্র বদলে দেন।
আদানি প্রশ্নে অবশ্য বিরোধীদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য দেখা গেছে। তৃণমূল কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি আদানি প্রশ্নে অধিবেশন বানচালের বিরোধিতা করে। তারা মনে করে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সভায় আলোচনা হওয়া উচিত। বৃহস্পতিবার সকালে সংসদ ভবন চত্বরে 'ইন্ডিয়া' জোটের বিক্ষোভে এই দুই দল উপস্থিত ছিল না। কংগ্রেসও আন্দোলনের চরিত্র বদলে দিয়েছে। সংসদের অভ্যন্তরের বিক্ষোভ ও দাবি টিভিতে দেখানো হয় না। তাই সংসদ অচল না রেখে বিরোধীরা সংসদ চত্বরকে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে হিন্দু ডাক্তারের ফ্ল্যাট মুসলিম ডাক্তারকে বিক্রি করায় বিক্ষোভ আবাসনে

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার গভীর রাতে মোরাদাবাদের অভিজাত টিডিআই সিটি হাউজিং সোসাইটিতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ কলোনির একটি বাড়ি এক মুসলিম চিকিৎসকের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার পর বিক্ষোভ শুরু হয়। প্রায় ৪৫০টি হিন্দু পরিবারের বসবাসকারী সোসাইটির নারী ও অন্যান্য বাসিন্দারা নিবন্ধন বাতিলের দাবি জানিয়ে বলেছেন, "তারা আশঙ্কা করছেন যে এই বিক্রির ফলে জনসংখ্যাগত পরিবর্তন হতে পারে এবং হিন্দু পরিবারগুলি তাদের অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রবণতা বাড়িয়ে তুলতে পারে"।
কাছ রোডের অভিজাত কলোনিতে অবস্থিত বাড়িটি ডা. অশোক বাজাজ ডা. ইকরা চৌধুরীর কাছে বিক্রি করেছিলেন। বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেছেন, বাজাজ এই বিক্রয় সম্পর্কে কাউকে অবহিত করেনি এবং এই লেনদেনটি গেটেড সোসাইটির "সামাজিক সম্প্রীতি লঙ্ঘন করেছে", যেখানে "আগে কোনও মুসলিম পরিবার ছিল না"। পায়েল রাস্তোগি নামে এক বিক্ষোভকারী বলেন, বাজাজ আমাদের কোনও তথ্য না দিয়েই এক অহিন্দুর কাছে নিজের বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে। আমরা এখানে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছি এবং আগে কখনও কোনও সমস্যা ছিল না। এখন আমরা শুধু

চাই বাজাজ রেজিস্ট্রি বাতিল করুক। আমরা ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছি।
পল্লবী নামে আর এক বাসিন্দা বলেন, 'কোনও সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের কোনও শত্রুতা নেই। আমরা চাই না সিস্টেম বদলাক। ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে এটি আমাদের বাড়ি এবং আমরা মনে করি বাড়িটি আবার হিন্দুর নামে নিবন্ধিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে হিন্দুরা চলে যেতে শুরু করবে এবং সবকিছু বদলে যাবে।'
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া মহিলারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন অন্যান্য অঞ্চলে একই ধরনের ঘটনার কারণে হিন্দুরা দূরে সরে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন বলেছিলেন, যদি একটি বাড়ি বিক্রি করা হয় তবে অন্যরা অনুসরণ করতে পারে এবং শীঘ্রই অঞ্চলটি তার চরিত্র হারাতে পারে।
মোরাদাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অনুজ কুমার সিং অভিযোগ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বলেছেন, শান্তিপূর্ণভাবে বিষয়টি সমাধানের জন্য কাজ করছি।

সুপ্রিম কোর্টে ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলার শুনানি এক সপ্তাহ পিছিয়ে গেল

আপনজন ডেস্ক: ফের সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গেল এসএসসির ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলার শুনানি। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ জানিয়েছে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ১২ ডিসেম্বর। ঐদিন এই মামলার সকল পক্ষের বক্তব্য শুনবে আদালত। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। বর্তমান বিচারপতির বেঞ্চে প্রথম এই মামলার শুনানি শোনার কথা ছিল আদালতের। কিন্তু বৃহস্পতিবার থেকে এই মামলার শুনানি পিছিয়ে ১২ ডিসেম্বর করে দেওয়া হয়। এর আগে গত ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট।
বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মোহাম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ ওই রায় দিয়েছিলেন। তার ফলে ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মীর চাকরি চলে গিয়েছিল। ওই রায় কে চ্যালেঞ্জ করে তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল রাজ্য। সেখানে রাজ্য ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদও মামলা দায়ের করেছিল। প্রধান বিচারপতি বেঞ্চ জানিয়েছিল পরবর্তী শুনানিতে মামলার সঙ্গে যুক্ত সকল পক্ষে উপস্থিতি থেকে বক্তব্য শোনা হবে।

কলকাতা হাইকোর্টের রায় চাকরি বাতিলের পাশাপাশি যারা মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেলে চাকরি পেয়েছিল যারা সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছিল তাদের বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। লোকসভা নির্বাচনের আগে এই মামলার শুনানিতে হাইকোর্টের নির্দেশের ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। পরের শুনানিতে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় বলেছিলেন তার বেঞ্চ আগে চাকরি বাতিল মামলা সঙ্গে যুক্ত রাজ্য ও এসএসসি সিবিআই ও মূল মামলাকারী এবং যাদের চাকরি নিয়ে বিতর্ক তাদের বক্তব্য শুনবে। তারপর আদালত পরবর্তী নির্দেশ দেবে। এরপর একাধিকবার শুনানির দিন বদলেছে শুধুমাত্র। বৃহস্পতিবার প্রধান বর্তমান বিচারপতি খন্নার বেঞ্চ ফের মামলার শুনানির দিন এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিল।
উল্লেখ্য, কখনও কলকাতা হাইকোর্ট কখনও সুপ্রিম কোর্টে মামলার কারণে স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ থমকে রয়েছে।

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল

(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

আশ শিফা হসপিটাল

ASHSHEEFA HOSPITAL

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

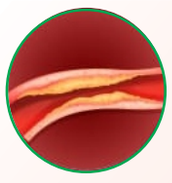
অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

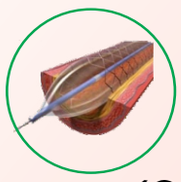
বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

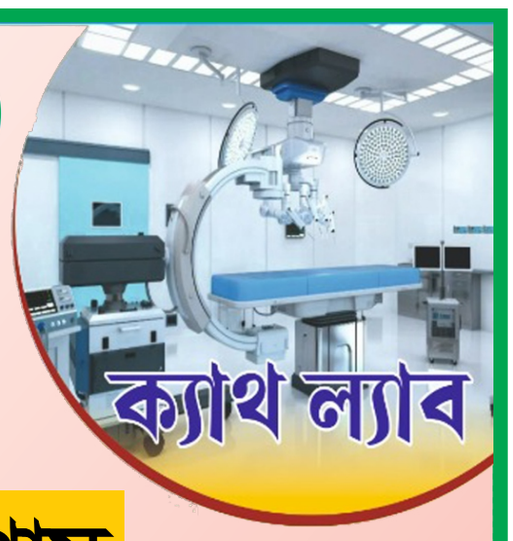

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

ওপেন হার্ট সার্জারি

● হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)
● জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।
● শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

প্রথম নজর

বোলপুরে এক যুবকের মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুরের বাইপাসে নেশা মুক্তি কেন্দ্র থেকে এক যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো দুপুর ১২ টা নাগাদ।মৃতের আত্মীয় ও উত্তেজিত জনতা বৃহস্পতিবার নেশা মুক্তি সেন্টারে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। সেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বোলপুর থানার পুলিশ। আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। উল্লেখ্য ইলামবাজার থানার নাচনশা গ্রামের ২৬ বছরের যুবক বিক্রম হাজরা, গত এক মাস ধরে সাহারা নেশা মুক্তি কেন্দ্র নামক একটি রিহ্যাব সেন্টারে ভর্তি ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে তার পরিবারকে জানানো হয় বিক্রম প্রচন্ডভাবে অসুস্থ। তাই তাকে বোলপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে এসে দেখেন বিক্রমের মৃতদেহ । তারপরেই তারা হাসপাতাল চত্বরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

শীতে ভবঘুরে ব্যক্তিদের সহায় নবীউল

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: রাস্তায় চলাফেরা করার সময় আমরা বিভিন্ন ধরনের মানুষকে দেখে থাকি তবে সবাই সবার খোঁজ রাখে না। তবে পৃথিবীতে এমনও লোক আছে যারা চলার পথে প্রতিটি জিনিসের উপরেই নজর দিয়ে চলে। হ্যাঁ এমনই এক ঘটনার কথা আজ আমরা তুলে ধরছি জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকের বিশিষ্ট সমাজসেবী মোঃ নূর নবীউল ইসলাম। মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ কাঠালগুড়ি মোড়ে একজন ভবঘুরে কে দেখতে পান তিনি কনকনে শীতে খালি গায়ে ঘোরাঘুরি করতেছিলেন তার নজরে আসতে একটি কম্বল এবং শুকনো খাবার দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিকভাবে ওই ভবঘুরেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান তার বাড়ি বিহারের গাঁয়া জেলায় থানা কার্পিতে।

গঙ্গা সাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে সরজমিন পরিদর্শনে জেলাশাসক

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সাগর

আপনজন: গঙ্গাসাগর মেলার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে প্রস্তুতি বৈঠক করলেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা।গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক সহ কপিলমুনি মন্দিরের সমুদ্র সৈকত ঘুরে দেখলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বৃহস্পতিবার। এর পরে এদিন তিনি এই বিষয়ে বিভিন্ন দপ্তরের একাধিক আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করলেন।এদিনের বৈঠকে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা ও যাতায়াত ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়। এই বৈঠকে মূলত কাকদ্বীপ রেল স্টেশন ও লট নম্বর ৮ ভেসেল ঘাট এবং নামখানা স্টেশন ও নারায়ণপুর থেকে গঙ্গাসাগরের বেনুবন পর্যন্ত যাতে পুণ্যার্থীদের জন্য ২৪ ঘন্টা ভেসেল পরিষেবা স্বাভাবিক থাকে সেই দিকে জোর দেন।বৈঠকের পাশাপাশি এদিন তিনি কপিলমুনি মন্দিরের সমুদ্র সৈকতের মূল স্নান ঘাট ঘুরে দেখলেন।২০২৫ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে গঙ্গাসাগর মেলা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা ওই সময় সংক্রান্তির পুণ্যস্নানের জন্য ছুটে আসেন গঙ্গাসাগরে। ১৫ জানুয়ারি ভোরে মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নান, ঠিক সে কারণেই এখন থেকেই গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি শুরু করে দিল জেলা প্রশাসন। কুম্ভ মেলা থাকলেও ২০২৫ এর গঙ্গা সাগর মেলায় রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থীর সমাগম হতে পারে বলে মনে করছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন।

এদিকে গত কয়েক মাস ধরেই মুড়িগঙ্গার নাব্যতা কমে গিয়েছে। ফলে প্রতিদিন ৪-৫ ঘণ্টা ভেসেল চলাচল বন্ধ থাকছে। তাতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছেন নিত্য যাত্রীরা। গঙ্গাসাগর মেলার সময় সেই সমস্যা যাতে না হয় তার জন্য অনেক আগে থেকেই মুড়িগঙ্গা নদীতে ড্রেজিং শুরু করেছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর।

স্কুলের অফিস গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: স্কুলের অফিস গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ অভিভাবকদের।ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার শ্রীপুর নামুপাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ।

ওই স্কুল চত্বরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকরা, এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় স্কুল চত্বরে। অভিভাবকদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে এই স্কুলে বাথরুম ঘর নেই । ছাত্র-ছাত্রীদের বাথরুমে যেতে হলে পাশের বাড়িতে যেতে হয়। বহুদিন ধরে সমস্যায় পড়েছে তবুও কর্ণপাত করছে না শিক্ষকরা। অভিযোগ করেন মেন রাস্তা লাগুয়া এই স্কুল।

স্কুলের বাউন্ডারি ঘেরা নেই যখন তখন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এছাড়াও স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের দাবি সহ একাধিক দাবি নিয়ে এদিন স্কুলে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান । প্রায় দু'ঘণ্টা পর ব্লক প্রশাসনের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেই।

সুফি ফতেহ আলি রহ. মসজিদ চত্বরে রক্তদান শিবিরসহ নানা কর্মসূচি

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: মানিকতলায় সমাজ সংস্কারক সুফি ফতেহ আলি ওয়েসী রহ, এঁর স্মরণে দু'দিন ব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। প্রথম দিন ব্যতিক্রমি ভাবে মসজিদের মধ্যে রক্তদান শিবির হয়। একদিকে মানুষ নামাজ আদায় করছেন আর অন্যদিকে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি এই রকম বিরল দৃশ্য সমাজে খুবই কম দেখা যায়। যেখানে মহিলা পুরুষ সহ বহু রক্তদাতার মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাই বোনেরা বেশি ছিলেন। মসজিদে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবির সচরাচর দেখা মেলেনি। ধর্মীয় প্রগাঢ় পন্ডিত ও সমাজ সংস্কারক পীর ফতেহ আলি ওয়েসী ছিলেন বিদগ্ধ একজন ফারসি কবি। আজকের সভায় রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে হাজির হয়েছিলেন বৃহস্পতিবার পীরজাদা তহা সিদ্দিকী, পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী ও সমাজসেবী শ্রেয়া পান্ডে, কমিটির সেক্রেটারি কুতুবউদ্দিন তরফদার সহ অনেকেই। পীরসাহেবগন বলেন হযরত ফতেহ আলি ওয়েসী হুজুর ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বড়ো একটি উদাহরণ।সেইজন্য তাঁর দরবারে র মসজিদের মত পবিত্র জায়গায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে একটি মজবুত সেতু। ফুরফুরা শরীফের পীর দাদা হুজুরের পীর ছিলেন বিখ্যাত ফার্সি কবি। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। প্রবল শিক্ষিত এই মনীষী বহু কাব্য গ্রন্থ রচনা করে সমাজকে ঋদ্ধ করেছেন। দরবারে পালিত হয় ফি বছর প্রয়াত বিধায়ক সাধন পান্ডের স্মরণে রক্তদান ও চক্ষু পরীক্ষা এবং চশমা প্রদান শিবির। এই শিবিরে এলাকার গরিব কৃতি ছাত্রদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অঞ্চলের দুঃস্থদের মশারি ও বহু অসহায় মানুষের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।হাজি রহিম বক্স ওয়াকফ স্টেট এর পরিচালনায় ১৩৮ তম ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয় শেষ দিনে। উপস্থিত হবেন মন্ত্রী, ফুরফুরা শরীফের পীর সহ রাজ্যের বিশিষ্টরা।

আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে বাজারে হানা টাস্ক ফোর্সের, ডিম বিকোচ্ছে অধিক দামে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আলু ধর্মঘট মিটে গিয়ে সমস্ত হিমঘরের দরজা খুলে গেলেও খোলা বাজারে দাম কমছে না। ৩৬ টাকা দরে আলু বিকচ্ছে শহরের অধিকাংশ বাজারে। চন্দ্রমুখি আলুর দাম ৪০ টাকার ঘরে। আলু ও পিঁয়াজের এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য ফের বাজারে বাজারে বৃহস্পতিবার হানা দিয়েছে টাস্ক ফোর্স। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাকুরগাছির ভি আই পি মার্কেটে টাস্ক ফোর্স এর অভিযান। শহরের একাধিক বাজারেও হানা দেয় টাস্ক ফোর্স।ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে দাম কমানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । ডিমের দাম নিয়ে চিন্তিত। এই বিষয় নিয়েও ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলবেন বলে জানান টাস্ক ফোর্সের অন্যতম সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে। মাছের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকলেও একলাফে দাম বেড়ে

গিয়েছে ডিমের। বড়দিনের আগে শহরে ডিম বিক্রি হচ্ছে ৮ টাকা পিস দরে। টাস্ক ফোর্সের সদস্যদের দাবি আলু বাজারে ব্যবসায়ীদের কাছে ভালই মজুদ ছিল। দাম বাড়ানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তারপরেও দাম বেড়ে গেছে সর্বত্র। অথচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্য দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য আলু ফলনে পশ্চিমবঙ্গ। সেই রাজ্যের সাধারণ মানুষ কেন ন্যায্য মূল্যে আলো পাবে না। রবীন্দ্রনাথ কোলে দাবি করেন শুক্রবার থেকে আলুর যোগান শহরের বাজার গুলিতে আরো বাড়বে। ফলে আলুর দাম কমবে। কিন্তু ডিমের দাম অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছে টাস্ক ফোর্স। হায়দ্রাবাদ থেকে ডিমের যোগান কম আসছে এবং সামনে পরে দিন আর এক শীতকালে মানুষের ডিম খাওয়ার চাহিদা বাড়ে। তাই ডিমের দাম এক লাফে বেড়ে গেছে অনেকটা। কিন্তু ডিমের দাম যাতে নিয়ন্ত্রণে আসে তার জন্য পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশন সহ পাইকারি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু হয়েছে বলে জানান টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা। এদিকে আমজনতার বক্তব্য, টাস্ক ফোর্স এর সদস্যরা কিছু কিছু বাজারে হানা দিচ্ছে। কিন্তু শহর শহরতলীর বিশেষত বাগুইহাটি ,কেষ্টপুর এবং জগৎপুর বাজারে ইচ্ছে খুশির মতো দাম বাড়িয়ে কাঁচা আনাজ বিক্রি করছেন ব্যবসায়ীরা। নিয়ন্ত্রণ নেই স্থানীয় প্রশাসনের। বাজার কমিটি গুলিও মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছে। ফলে আমজনতার পকেট ফাঁকা হচ্ছে দৈনন্দিন বাজার করতে গিয়ে।

নতুন ভাবে সাতটি রাস্তার তৈরির সূচনায় স্বস্তিতে গ্রামের বাসিন্দারা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বেহাল রাস্তায় দীর্ঘদিন ভোগান্তি চলছিল। অবশেষে নতুন ভাবে মোট সাতটি রাস্তার তৈরির উদ্বোধন হওয়ায় স্বস্তি একাধিক গ্রামের বাসিন্দাদের।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল কাঁচা বেহাল রাস্তা পাকা করার। সেই দাবি মেনে সম্পূর্ণ নতুন রাস্তার কাজের উদ্বোধন করলেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি। রাস্তা গুলি তৈরি হবে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের উদ্যোগে। তালডাংরার ফুলমতি আদিবাসী বাঁধ থেকে কড়রা পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়েছিল। এলাকার বাসিন্দারা প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা তৈরির দাবি জানিয়েছিলেন। সেই দাবি মেনে বৃহস্পতিবার সকালে নতুন রাস্তার কাজের উদ্বোধন করলেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনসূয়া রায়।

সভাধিপতি জানান, মানুষের দাবি মেনে রাস্তার কাজ শুরু হল। রাস্তাটি তৈরি হলে আশেপাশের ৫-৬ টি গ্রামের মানুষজন উপকৃত হবেন পাশাপাশি জেলা পরিষদের আর্থানুকল্যে দীর্ঘ এই ৩ কিলোমিটার রাস্তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা বলে তিনি জানান। একই সঙ্গে এই রাস্তার পাশাপাশি তালডাংরা ব্লকে আরও তিনটি রাস্তা ও ইন্দপুর ব্লকে চারটি রাস্তা মোট আটটি রাস্তার প্রায় ১০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে তৈরি করার কাজ শুরু হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা অসিত রায় জানান, বর্ষাকালে কাদা রাস্তার উপর দিয়ে যাতায়াতে সব থেকে বেশি কষ্ট হতো। রাস্তা কাজ শুরু হওয়াতে বেজায় খুশি বলে তিনি জানান। স্কুল পড়ুয়ারা জানায়, রাস্তা তৈরি হলে স্কুল যাতায়াতে সময় কম লাগবে পাশাপাশি ঘুর পথে স্কুল যেতে হবে না বলেও তারা জানায়।

রং দেখে নয়, যোগ্য ব্যক্তিরা পাবেন আবাসের ঘর, কড়া হুঁশিয়ারি প্রধানের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: কেন্দ্র সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘরের টাকা বন্ধ করে দেয়ার পর দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বঞ্চিত আছেন বাংলার অসহায় দুঃস্থ গরিব পরিবার, সেই সব গরীব অসহায় পরিবারের কথা মাথায় রেখে রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্র সরকার টাকা না দিলে রাজ্য সরকার তার নিজস্ব তহবিল থেকে বাংলার অসহায় দুঃস্থ গরীব পরিবারের মাথার উপর ছাদ অর্থাৎ পাকা বাড়ি বানিয়ে দিবে সেই ঘোষণা করার পর থেকে ব্লক অফিসের মাধ্যমে শুরু হয় সার্ভের কাজ, যার মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিদের ঘরের তালিকায় নাম তোলা হয়। সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক ব্লকের অঞ্চল ভিত্তিক বুধ ভিত্তিক অনিয়মের ঘটনা উঠে এসেছে। কোথাও দোতলা বাড়িওয়ালা আবাস যোজনা তালিকায় নাম থাকলেও আসলে পাট কাটি বেড়া দেওয়া ঘর অথবা মাটির দেওয়ালের ঘর রয়েছে এমন পরিবার বাংলা আবাস যোজনার ফাইনাল তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েছে। যদিও সেই বিষয়ে

ইতিমধ্যে কিন্তু ব্লক অফিসে আবেদনের ভিত্তিতে পুনরায় সার্ভের কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ৫ই ডিসেম্বর ছিল গ্রাম সভা, যায় মাধ্যমে যে সমস্ত উপভোক্তাদের নাম বাংলা আবাস যোজনার তালিকায় রয়েছে এবং যাদের নাম বাদ পড়েছে তাদের নাম গ্রাম সভায় তুলে ধরার পাশাপাশি গ্রাম সভার মাধ্যমে অনুমোদন করানো হয়।

ঠিক সেই মতোই বৃহস্পতিবার ৫ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লকের সাদিখার দেয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গ্রাম সভা ডাকা হয় আর সেই গ্রাম সভায় জনসাধারণের সামনেই তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহাবুল ইসলাম তিনি বলেন কোন রং দেখে নয় কোন দল দেখে নয় অঞ্চলের যোগ্য ব্যক্তিরাই পাবেন আবাস যোজনার ঘর, পাশাপাশি তিনি এও বলেন যাদের দোতালা বাড়ি রয়েছে তার পরেও আবার যোজনায় নাম উঠেছে তাদের নামও বাদ যাবে। যাদের নাম বাদ পড়েছে যোগ্য ব্যক্তি হওয়ার শর্তেও তাদের তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে তারা বাংলা আবাস যোজনার ঘর পাবেন। তবে এদিন এক অন্য রকম গ্রাম সভা দেখল জেলাবাসী। এদিনের গ্রাম সভায় উপস্থিত ছিলেন জলঙ্গি বিডিও অফিসের আধিকারিক ও পঞ্চায়েত আধিকারিক সহ জনপ্রতিনিধিগণ।

জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় ব্যাপক রদবদল

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় বড়সর রদবদল। একসঙ্গে বদলি করা হলো সামশেরগঞ্জ থানার ওসি এবং সাগরদিঘী থানার ওসিকে। সরিয়ে দেওয়া হয় সুতি থানার আইসিকে। বৃহস্পতিবার দুপুরে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে প্রকাশিত রদবদলের তালিকায় শামশেরগঞ্জ থানার ওসি অভিজিৎ সরকার এবং সাগরদিঘী থানার ওসি বিজন রায়। সামশেরগঞ্জ থানার নতুন ওসি হয়েছেন রঘুনাথগঞ্জ ট্রাফিক গার্ডের ইনচার্জ সাব ইন্সপেক্টর শিবপ্রসাদ ঘোষ।

বর্তমান ওসি অভিজিৎ সরকারকে পাঠানো হয়েছে সাগরদিঘি থানার ওসি করে। পাশাপাশি সাগরদিঘী থানার বর্তমান ওসি বিজন রায়কে সুতি থানার ওসি করা হয়েছে। দুই থানা ওসি রদবদলের পাশাপাশি জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার বিভিন্ন থানা এলাকার সাব ইন্সপেক্টর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরদের রদবদল করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০২৩ সালের ৪ ঠা ডিসেম্বর সামশেরগঞ্জ থানার ওসি হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয় অভিজিত সরকারকে। একইদিন সাগরদিঘী থানার ওসি হয়েছিলেন বিজন রায়। ঠিক এক বছর পরেই দুই থানার ওসিকে রদবদল করা হলো। যদিও সুতি থানায় দীর্ঘ সময় ধরেই আইসি হিসাবে ছিলেন প্রসূন মিত্র। এবার সুতি থানায় ওসি থানার হিসেবে বিজন রায়কেই পোস্টিং দিল জঙ্গিপুর পুলিশ জেলা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

খেলতে গিয়ে পাতকুয়োতে পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: খেলতে গিয়ে খোলা পাতকুয়োতে পড়ে গেল একরত্তি শিশু। বুধবার দুপুরে হাওড়ার নিশ্চিন্দা পূর্ব আনন্দনগরের ঘটনায় চাঞ্চল্য। এদিন খেলতে খেলতে পাতকুয়োয় পড়ে যায় শিশুটি। ঘটনাস্থলে আসে নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ ও দমকল কর্মীরা। নামানো হয় ডুবুরি। তিন বছর বয়সী শিশুটির নাম মোহিত সিং। । দমকল ও ডুবুরির তৎপরতায় অবশেষে উদ্ধার হয় শিশুটি।

ঘি ব্যবসায়ীর বাড়িতে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের হানা, বমাল গ্রেফতার

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এক ঘি ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেয় এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। বাজেয়াপ্ত করা হয় বিভিন্ন নামি কোম্পানির ব্যান্ড লাগানো ঘি ভর্তি টিন। দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদে পর গ্রেপ্তার ব্যবসায়ী। শান্তিপুর ফুলিয়ার দু'নম্বর মাঠপাড়া এলাকার ঘটনা।বৃহস্পতিবার বিকেলে ইনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের ডিএসপি লক্ষীনারায়ণ দের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘি ব্যবসায়ী বরুন কুমার ঘোষের বাড়িতে হানা দেন। সেখানে লক্ষ্য করা যায় ঘি তৈরি করে বিভিন্ন নামি কোম্পানির স্টিকার লাগানো টিনের মধ্যে মজুদ করা হয়েছে, এরপরেই ব্যবসায়ী বরুণ কুমার ঘোষ কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে ইনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা। জিজ্ঞাসাবাদে অসঙ্গতি থাকাই বাজেয়াপ্ত করা হয় ২৭ টি বিভিন্ন নামি কোম্পানির স্টিকার লাগানো ঘি ভক্তি টিন, এছাড়াও ১১ টি নামি কোম্পানির স্টিকার লাগানো খালি টিন। বিশেষ অভিযানের শেষে ইনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের ডিএসপি জানান,অনেকদিন ধরে এই ধরনের কারবার চলছে এই ঘি ব্যবসায়ীর বাড়িতে,সেই মোতাবেক আমরা অভিযান চালায় এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে একাধিক তথ্য উঠে আসে।যার কারণে বিভিন্ন নামি কোম্পানির স্টিকার লাগানো ঘি ভর্তি টিন এবং বেশ কিছু খালি টিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ব্যবসায়ী বরুণ কুমার ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।পরবর্তীতে আইনের আওতায় সমস্ত নিয়ম মেনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। জানা গেছে এই ঘি ব্যবসায়ীর বাড়িতে গতকালও হানা দিয়েছিল ইনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা।ঘিয়ের বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল।দ্বিতীয়বার অভিযানে করা পদক্ষেপ নিল ইনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট।

কৃষক সভার ডেপুটেশন সারের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘি

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদীঘী ব্লকে বৃহস্পতিবার সিপিআইএমের কৃষক সংগঠন সারা ভারত কৃষক সভার পক্ষ থেকে কৃষি আধিকারিকের কাছে এক প্রতিবাদমূলক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। এই ডেপুটেশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সারের মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা এবং কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দাবি করা। ডেপুটেশনে অভিযোগ করা হয়, কিষাণ মান্ডিতে অনৈতিক কাজকর্মসহ দুর্নীতি বাড়ছে, রাসায়নিক সারের কালোবাজারি চলছে, এবং সরকারি কৃষি খামারে নিম্নমানের ভূট্টার বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে। এসব সমস্যা কৃষিক্ষেত্রকে সংকটে ফেলে দিচ্ছে বলে দাবি আন্দোলনকারীদের। সারা ভারত কৃষক সভার করণদীঘি ব্লক সম্পাদক মইনুল হক জানান, "আমরা কৃষকদের সমস্যাগুলি তুলে ধরতে আজ কৃষি দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করেছি। যদি আমাদের দাবি পূরণ না হয়, তবে ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।"

ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন ব্লক সম্পাদক মইনুল হক, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বরজাহান আলম, সিপিআইএম নেতা গোলাল দাস, এজাবুল আনুয়ার এবং আয়েস আলীসহ আরও অনেক নেতা। এদিনের প্রতিবাদে করণদীঘি কৃষি দপ্তরের চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

প্রথম নজর

আবারো ইসরাইল ও হামাসের মাঝে মধ্যস্থতা শুরু করবে কাতার

আপনজন ডেস্ক: আবারো ইসরাইল ও হামাসের মাঝে মধ্যস্থতা শুরু করবে কাতার।
নবনির্বাচিত মার্কিন প্রশাসনের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক দূত মধ্য প্রাচ্য সফরের পর এ বিষয়ে ইঙ্গিত দেয় মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি।
টাইমস অব ইসরাইলের খবরে বলা হয়েছে, সম্প্রতি নবনির্বাচিত মার্কিন প্রশাসনের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক দূত স্টিভ উইটকফ মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন। এ সময় তিনি কাতার ও ইসরাইল সফর করেন। এ সময় তিনি আগামী ২০ জানুয়ারির আগে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য প্রচেষ্টা শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আবারো ইসরাইল ও হামাসের মাঝে মধ্যস্থতা শুরুর কথা ভাবছে কাতার।
সূত্রটি আরো জানিয়েছে, রাষ্ট্রদূত উইটকফ নভেম্বরের শেষের দিকে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান আল থানির সাথে আলাদাভাবে দেখা করেছিলেন।
খবরে বলা হয়েছে, দুই পক্ষের সাথে মার্কিন দূতের বৈঠক এদিকে ইঙ্গিত দেয় যে উপসাগরীয় রাষ্ট্র কাতার গত মাসে তার ভূমিকা স্থগিত করার পরে মূল মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পুনরায় তার ভূমিকা শুরু করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় বিমা কোম্পানির প্রধানকে গুলি করে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ম্যানহাটানে দেশটির সবচেয়ে বড় বেসরকারি বিমা প্রতিষ্ঠান 'ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার'-এর প্রধান ব্রায়ান থম্পসনকে গুলি করে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এরই মধ্যে হত্যাকারীকে ধরতে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে। তবে এবার চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন ব্রায়ান থম্পসনের স্ত্রী পলেট থম্পসন।
স্থানীয় সময় বুধবার (০৪ ডিসেম্বর) ভোরের দিকে ম্যানহাটানের হিলটন হোটেলের বাইরে এ ঘটনা ঘটে। এসময় পেছন থেকে ব্রায়ানকে গুলি করা হয়। তার শরীরের পেছনের অংশে ও পায়ে গুলি লাগে।
নিউইয়র্ক পুলিশ জানিয়েছে, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে হামলা চালিয়ে ব্রায়ানকে হত্যা করা হয়েছে। সন্দেহভাজন হামলাকারীর খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে। এ হামলায় একটি সাইলেন্সার ব্যবহার করা হয়েছিল। ঘটনার পর হোটেলের আশপাশে পুলিশ সদস্যরা দ্রুত উপস্থিত হন। তারা ওই স্থানে গুলির ঘটনা নিশ্চিত করেন। হামলাস্থলটি ম্যানহাটানের একটি সাধারণ ব্যস্ত এলাকা। যে সময় এ ঘটনা ঘটে, সে সময় সাধারণত জায়গাটিতে গণপরিবহন ব্যবহারকারীদের ভিড় থাকে।
সন্দেহভাজন হামলাকারী কালো হুডি (টুপিযুক্ত জ্যাকেট) পরা ছিলেন। পিঠে ছিল কালো রংয়ের ব্যাগ। গুলি করার পর তিনি পালিয়ে যান। পুলিশ জানিয়েছে, সর্বশেষ নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্ক এলাকায় ই-বাইক চালাতে দেখা গেছে তাকে। হামলার কিছুক্ষণ আগে একটি কফিশপে সন্দেহভাজন হামলাকারীকে দেখা গিয়েছিল। ওই কফির দোকানের নিরাপত্তা ক্যামেরা থেকে সন্দেহভাজন হামলাকারীর ফুটেজ শনাক্ত করা হয়েছে। তবে সন্দেহভাজন হামলাকারী কেন ব্রায়ানকে গুলি করে হত্যা করলেন, সেই বিষয়ে নিউইয়র্ক পুলিশ প্রাথমিকভাবে কিছু জানাতে পারেনি।
যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় বেসরকারি বিমা প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেডহেলথকেয়ার। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ব্রায়ান থম্পসন থাকেন মিনেসোটায়। একটি বিনিয়োগ সম্মেলনে অংশ নিতে তিনি নিউইয়র্কে এসেছিলেন। ৫০ বছর বয়সী ব্রায়ান ২০২১ সালের এপ্রিলে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী হন। ২০০৪ সাল থেকে স্বাস্থ্যবিমা খাতে কাজ করছিলেন তিনি।

পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে পরাজয়ের পর পদত্যাগ ফরাসি প্রধানমন্ত্রী মিশেল বার্নিয়ের

আপনজন ডেস্ক: পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে পরাজয়ের পর পদত্যাগ করেছেন ফরাসি প্রধানমন্ত্রী মিশেল বার্নিয়ে। মাত্র তিন মাসে তার সরকারের পতন হলো।
বুধবার (০৪ ডিসেম্বর) ফ্রান্সের পার্লামেন্টের ৫৭৭ সদস্যের মধ্যে ৩৩১ জন তার সরকারের বিপক্ষে ভোট দেন, যেখানে তাকে বাঁচাতে অন্তত ২৮৮ ভোট প্রয়োজন ছিল।
বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর কাছে পদত্যাগপত্রও জমা দেন বলে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বার্নিয়ের পতনের পেছনে মূল কারণ ছিল তার প্রস্তাবিত বাজেট, যা ৬০ বিলিয়ন ইউরোর ঘাটতি কমানোর জন্য তৈরি হয়েছিল। এ বাজেট পাস করতে তিনি সংসদে বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করেন, যা বিরোধী দলগুলোকে ক্ষুব্ধ করে তোলে।
এদিকে ডানপন্থী জাতীয় র‍্যালি (আরএন) এবং বামপন্থী নিউ পপুলার ফ্রন্ট (এনএফপি) একযোগে এই বাজেটের বিরোধিতা করেছে। আরএন নেতা মেরিন লে পেন বাজেটটিকে 'ফরাসিদের জন্য ক্ষতিকর' বলে উল্লেখ করেন।
বার্নিয়ের পদত্যাগের পর, প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেবেন। তবে নতুন নেতৃত্ব খুঁজে পেতে কিছুটা সময় লাগতে পারে।
এদিকে বিরোধীরা ম্যাক্রোঁর পদত্যাগের দাবিও তুলেছেন, যদিও তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, তিনি পদত্যাগ করবেন না। আগামী জুলাইয়ের আগে নতুন সংসদ নির্বাচন সম্ভব নয়, তাই এ অচলাবস্থা আরো কিছুদিন চলতে পারে। বৃহস্পতিবার রাতে প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন এবং তার পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন।

সিরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ আরেক শহর দখলের দ্বারপ্রান্তে বিদ্রোহীরা

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ায় ক্ষমতাসীন বাশার আল-আসাদ সরকারের বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত বিদ্রোহীরা দেশটির কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ শহর হামা তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলেছেন।
বুধবার পর্যবেক্ষক সংস্থা 'সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস'এই তথ্য জানিয়েছে।
সংস্থাটি জানিয়েছে, হামার নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সরকারি সেনাদের পাল্টা আক্রমণের মুখেই শহরটি দখলের দ্বারপ্রান্তে রয়েছেন বিদ্রোহীরা। এর ফলে কয়েক দিন আগে বিদ্রোহীদের সিরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আলেপ্পো দখলের মধ্যে দিয়ে যে সংকট তৈরি হয়েছিল তা আরো জটিল হলো। নতুন করে আরো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লেন দেশটির প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ। হামা সিরিয়ার মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত। রাজধানী দামেস্ককে সুরক্ষিত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধরে রাখতে শহরটি দখলে রাখা জরুরি। আলেপ্পো দখলে নেয়ার কয়েক দিন পর বিদ্রোহীরা হামা নিয়ন্ত্রণের পথে রয়েছেন। সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটসের তথ্য মতে, হামা শহর তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছেন বিদ্রোহীরা। শহরটি থেকে মাত্র তিন থেকে চার কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছেন তারা। এখন হামা থেকে আসাদ বাহিনীর দক্ষিণে হোমসে যাওয়ার একটি পথই আছে। গত সপ্তাহে বিদ্রোহীরা সিরিয়ার বৃহৎ নগরী আলেপ্পো দখল করে। গৃহযুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর কয়েক বছরের মধ্যে এটাই সিরিয়ায় বিদ্রোহীদের সবচেয়ে বড় হামলার ঘটনা। ২০১১ সালে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। কয়েক বছর রক্তক্ষয়ী লড়াই চলার পর মিত্রদেশ রাশিয়া, ইরান এবং ওই অঞ্চলের কয়েকটি শিয়া-মিলিশিয়া দলের সহায়তায় প্রেসিডেন্ট আসাদ বিদ্রোহীদের হটিয়ে সিরিয়ার বেশির ভাগ এলাকার দখল আবার নিজের হাতে নেন। তারপর ২০২০ সাল থেকে দেশটিতে যুদ্ধ বন্ধ ছিল।
এখন রাশিয়া ইউক্রেনে যুদ্ধ করছে। অন্যদিকে তিন মাস ধরে লেবাননে ইসরায়েলের হামলায় হিজবুল্লাহর নেতৃত্ব ধ্বংস হয়ে গেছে। ইরানের সমর্থনপুষ্ট এই সশস্ত্র গোষ্ঠী সিরিয়ায় যুদ্ধ করেছিল। এবারো লড়াইয়ে আসাদ বাহিনীকে সমর্থন করতে ইরানের মদদপুষ্ট কয়েক শ ইরাকি মিলিশিয়া যোদ্ধা সিরিয়ায় প্রবেশ করেছেন। গত সোমবার তারা সিরিয়া প্রবেশ করেন বলে ইরাকি ও সিরিয়ার কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে। কিন্তু হিজবুল্লাহর এবার যোদ্ধা পাঠানোর পরিকল্পনা নেই।
সিরিয়ার বিদ্রোহীদের একটি সূত্র বলেছে, হামার বাইরে তাদের যে লড়াই চলছে, সেখানে ইরান-সমর্থিত মিলিশিয়া যোদ্ধারাও লড়াইয়ের ময়দানে আছেন।
গত কয়েক দিনে রাশিয়া ও সিরিয়ার সরকারি বাহিনী বিদ্রোহীদের ওপর বিমান হামলা জোরদার করেছে। উভয় পক্ষ থেকেই এ খবর দেওয়া হয়েছে। উদ্ধারকর্মীরা আলেপ্পো ও ইদলিবে হাসপাতালে প্রাণঘাতী হামলার কথা জানিয়েছেন।

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও জনপ্রিয় ইসলামি বক্তা শায়খ আহমাদুল্লাহ বলেছেন, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-মুসলিম আমরা সবাই ভাই ভাই হয়ে আমাদের এই দেশকে এগিয়ে নিতে চাই। সেই জায়গা থেকে আমাদের মধ্যে কোনো ধরনের ফাঁটল নেই, কোনো

কঙ্গোতে রহস্যময় রোগে ৭৯ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: মধ্য আফ্রিকার দেশ ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোতে (ডিআর কঙ্গো) জ্বর, সর্দি-কাশি, কফ, শ্বাসকষ্ট ও মাথাব্যথার মতো উপসর্গ নিয়ে অন্তত ৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
জানা গেছে, 'অজ্ঞাত রোগে' মারা যাওয়া ব্যক্তিদের বেশিরভাগের বয়স ১৫ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। তারা কোনো ভাইরাসে সংক্রমিত কিংবা রোগে আক্রান্ত ছিলেন কিনা, তা বলতে পারছে না কঙ্গোর সরকার।
কয়েক বছর ধরেই ইবোলা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে আসা দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, কঙ্গোতে জ্বর, সর্দি, কাশি, কফ, শ্বাসকষ্ট, মাথাব্যথার মতো উপসর্গে আক্রান্ত আরো ৩০০ জনের বেশি মানুষ চিকিৎসকের কাছে এসেছেন।
সংবাদমাধ্যম রয়টার্সকে দেশটির নাগরিক সমাজের নেতা সেপোরিয়েন মানজানজা বলেন, পরিস্থিতি উদ্বেগ ছড়িয়েছে। এমন নানা উপসর্গে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। আক্রান্ত প্রত্যন্ত এলাকায় ঠিকমতো ওষুধ পৌঁছানো যাচ্ছে না।
সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশটির জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছে কঙ্গোর সরকার।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) আক্রান্ত এলাকাগুলো থেকে নমুনা সংগ্রহের জন্য চিকিৎসা দল পাঠিয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় রাজনৈতিক সংকট, উত্তেজনা: নেপথ্যে পিঁয়াজ আর দামি হাতব্যাগ!

আপনজন ডেস্ক: হঠাৎ সামরিক আইন জারির ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছে গোটা দক্ষিণ কোরিয়া। তীব্র বিক্ষোভের মুখে তা প্রত্যাহার করতেও বাধ্য হয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওল। সেই তিনি অভিশংসনের মুখেও পড়ছেন। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে বর্তমানে দেশটিতে রাজনৈতিক সংকট চরমে পৌঁছেছে। এর মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওল প্রতিরক্ষামন্ত্রী কিম ইয়ং-হিউনের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে চৌ বাইয়ুং-হাইউকের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি সৌদি আরবে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার বর্তমান রাষ্ট্রদূত।
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী কিম বুধবার তার পদ থেকে সরে দাঁড়ান। তার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, সামরিক আইন জারি করার পেছনে তিনি ছিলেন অন্যতম কুশীলব। সরকারের কিছু শীর্ষ কর্মকর্তাকে বিরোধী দলগুলো অপসারণ বা ইমপিচ করার চেষ্টা করার পর প্রেসিডেন্ট ইউন চরম ব্যবস্থা নেন বলে বিরোধী সংসদ সদস্যরা অভিযোগ করছেন।
দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই একের পর এক বিতর্কে জড়িয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন।
সামরিক আইন জারি করা ছিল সর্বশেষ বিতর্ক। তার প্রশাসন বেশ অনেকগুলো কেলেঙ্কারির ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে একটিতে জড়িত ছিলেন ফার্স্ট লেডি কিম কিওন হি। গোপনে ধারণ করা ভিডিওতে দেখা গেছে, তিনি একজন প্যাস্টরের কাছ থেকে বিলাসী একটি ডিওর হাতব্যাগ গ্রহণ করছেন। ওই ফুটেজ ছড়িয়ে পড়ার পর ফার্স্ট লেডির বিরুদ্ধে অনুচিত কাজের অভিযোগ ওঠে। সাধারণ মানুষ তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রেসিডেন্টের প্রশাসন যে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তারই একটি প্রতীক হিসেবে ঘটনাটিকে দেখেন সমালোচকেরা। এই বিতর্কের সঙ্গে আরও যোগ হয়েছিল ফার্স্ট লেডির কর ফাঁকি ও শেয়ার কারসাজির অভিযোগ। পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়া প্রেসিডেন্টের জন্য নতুন সমস্যা তৈরি করে।
অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখতে বিরোধী দলগুলো উদ্যোগ নেয়। ফলে প্রেসিডেন্টের প্রশাসনের প্রতি মানুষের আস্থা আরও কমে যায়। চলতি বছরে আরও আগের দিকে সরকারের ভর্তুকি মূল্যের বাজারে যে দামে পিঁয়াজ বিক্রি হচ্ছিল, তাকে 'বাস্তবসম্মত' বলে প্রশংসা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ইউন। তার এই মন্তব্য নিয়ে তীব্র সমালোচনা হয়। অনেকে একে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির সময় প্রেসিডেন্টের মূক-বধির হয়ে পড়ার সঙ্গে তুলনা করেন। বিরোধী নেতারা এ নিয়ে হাসিঠাট্টা করেছেন। একজন বলেছেন, "একটি পিঁয়াজই প্রেসিডেন্টের সর্বনাশ করতে পারে।" প্রেসিডেন্ট ইউনের কর্মকাণ্ডকে এখন সমর্থন করছে ২০ শতাংশেরও কম কোরীয়।
ক্ষমতার স্বার্থে তার বিভাজনের রাজনীতি অনেক মানুষকে বিমুখ করেছে। আর নির্বাচনে যেসব প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন, তা পূরণ করতে না পারার কারণে তার অবস্থানও দুর্বল হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক কিম জুনিল বলেন, "প্রেসিডেন্ট সম্ভবত বিচ্ছিন্নতা বোধ করছেন এবং তার ক্ষমতা হুমকির মুখে।"

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় গণহত্যা চালিয়েছে ইসরায়েল: অ্যামনেস্টি

আপনজন ডেস্ক: গাজা যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েল গণহত্যা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। বৃহস্পতিবার সংস্থাটির প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এই অভিযোগ করা হয়। অ্যামনেস্টি জানিয়েছে, প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার, ডিজিটাল ও ভিডিজিয়্যাল (স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবি) প্রমাণাদি বিশ্লেষণ এবং কয়েক মাসের তদন্ত ও ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের বিবৃতি বিশ্লেষণ করেই এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।
১৯৪৮ সালের জেনোসাইড কনভেনশনে উল্লিখিত আইনি সংজ্ঞা অনুযায়ী গাজায় ইসরায়েলি কর্মকাণ্ডকে গণহত্যা বলে দাবি করেছে সংস্থাটি। প্রতিবেদনে বলা হয়, ইসরায়েল ১৯৪৮ সালের গণহত্যা কনভেনশনের অধীনে নিষিদ্ধ কাজ করেছে। যার মধ্যে রয়েছে বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা, গুরুতর শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদের জীবনযাত্রাকে মানবেতর করে তুলেছে। এতে 'গাজা ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনিদের ধ্বংস' করার ইসরায়েলের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এক বিবৃতিতে অ্যামনেস্টির প্রধান অ্যাগনেস ক্যালামার্ড বলেছেন, আমাদের কাছে আসা জঘন্য ফলাফলগুলো অবশ্যই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে একটি জেগে উঠার চিহ্ন হিসাবে কাজ করবে। গাজায় যা হচ্ছে এটি গণহত্যা। এটা এখনই বন্ধ করতে হবে।
মানবাধিকার গোষ্ঠীটি বলেছে, ইসরায়েল গাজায় মারাত্মক হামলা চালিয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংস করেছে এবং গাজায় খাদ্য, ওষুধ এবং অন্যান্য সহায়তা সরবরাহে বাধা দিচ্ছে। গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের আক্রমণের দায় দিয়ে ইসরায়েলের এই পদক্ষেপগুলোকে সমর্থন করা যায় না। প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ইসরায়েলের উপর বিভিন্ন ধরনের চাপ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে অ্যামনেস্টি।
এদিকে, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এই প্রতিবেদনটিকে 'সম্পূর্ণ মিথ্যা' বলে প্রত্যাখ্যান করেছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, দুঃখজনক ও ধর্মান্ধ সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আবারও একটি বানোয়াট প্রতিবেদন তৈরি করেছে যা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং মিথ্যার উপর ভিত্তি করে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৭ মি.

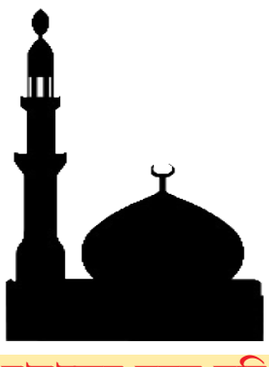

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৮	৬.০৩
যোহর	১১.৩২	
আসর	৩.১৬	
মাগরিব	৪.৫৭	
এশা	৬.১১	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৭	

ইরানে ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্প

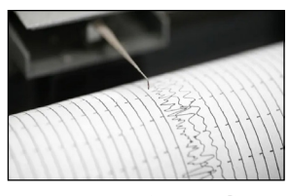

আপনজন ডেস্ক: ইরানে ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭।
মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ইরানের খুজেস্তান প্রদেশের মাসজেদ সোলেমান থেকে প্রায় ৩৬ কিলোমিটার (২২ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলটি শনাক্ত করেছে। জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিও সায়েন্সেস জানিয়েছে, ভূমিকম্পটি ১০ কিলোমিটার (৬.২ মাইল) গভীর বিস্তৃত ছিল। এখন পর্যন্ত তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহত হওয়ার কোনো খবর নেই।

সিরিয়ায় যৌথ অভিযানে দুই হাজার বিদ্রোহী নিহত

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ায় গত সপ্তাহে যৌথ সামরিক অভিযানে প্রায় দুই হাজার বিদেশি-সমর্থিত তাকফিরি বিদ্রোহী নিহত হয়েছে।
সিরিয়ার সামরিক বাহিনী ও তাদের রুশ মিত্রদের সমন্বয়ে পরিচালিত হয় এই অভিযান।
অভিযানের অংশ হিসেবে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে বিদ্রোহী আস্তানা ও জমায়েত লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। রুশ সমন্বয় কেন্দ্র জানায়, এ হামলায় ১২০ জন বিদ্রোহী নিহত হয়।
এছাড়া হামার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে চলমান সংঘর্ষে কয়েক ডজন তাকফিরি বিদ্রোহী নিহত হয়েছে। সেই সঙ্গে ধ্বংস করা হয়েছে বিদ্রোহীদের বহু যানবাহন।
হামার আশপাশে নিরাপত্তা জোরদার
সিরিয়ার সেনাবাহিনী হামার আশেপাশে ২০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে নিরাপত্তা বেষ্টনী বাড়িয়েছে। এই অভিযানে হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) গোষ্ঠীর ৩০০ বিদ্রোহী নিহত হয়। সিরীয় সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের ২৫টি ড্রোন ধ্বংস করেছে এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন করেছে।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান
দানবীর অ্যাকাডেমি
DANBIR ACADEMY
ভর্তি চলছে
প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
শিক্ষাবর্ষ ২০২৫ ● আবাসিক বালক বিভাগ
স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ
আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।
বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২
9143076708 8513027401

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আল - আমীন ফাউন্ডেশন

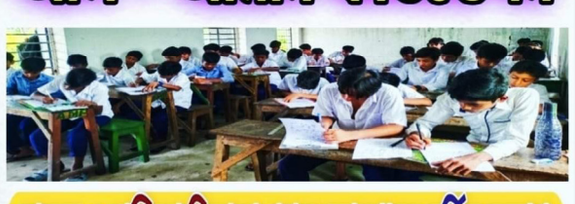

বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ

ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে
যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯৩৬

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩২৯ সংখ্যা, ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৩ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

অধিক কথা না বলাই শ্রেয়

যাহারা সত্য জানেন, তাহাদের যদি সত্য বলিবার অবস্থা বা পরিবেশ না থাকে, তাহা হইলে অধিক কথা না বলাই শ্রেয়। তাহারা এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হৈমন্তী' গল্প হইতে শিক্ষা লইতে পারেন। এই গল্পে হৈমন্তীর কোনো-এক দিদিমা শাশুড়ি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নাতবউ, তোমার বয়স কত বলো তো।' হৈমন্তী বলিল, 'সতেরো।' সেইকালে কনের বয়স সতেরো বছর হওয়াটা মানে সেই কনে আইবুড়ো। সেই কারণে অন্যদের নিকট হৈমন্তীর বয়স লুকাইতে তাহার শাশুড়ি বলিলেন, 'তোমার বাবা যে বলিলেন, তোমার বয়স এগারো!' হৈম চমকিয়া কহিল, 'বাবা বলিয়াছেন? কখনো না।' ইহা লইয়া বিস্তর ঝামেলা হইল। অতঃপর হৈমন্তীর বাবা আসিলে তাহার নিকট প্রশ্ন করিল, 'কেহ যদি বয়স জিজ্ঞাসা করে কী বলিব?' হৈমন্তীর বাবা বলিলেন, 'মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিয়ো—আমি জানি না...।'

এইখানে হৈমন্তীর 'বয়স' হইল 'নির্বাচন'—যাহা লইয়া সত্য উচ্চারণ করাটা তৃতীয় বিশ্বে সম্ভব নহে। আর সত্য উচ্চারণ করা সম্ভব নহে বিধায় হৈমন্তীর বাবার উপদেশ মতো বলিতে হয়—মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, কথা বরং কম বলা ভালো। যেই সত্য আড়াল করিতে হইবে, সেই প্রসঙ্গে কথা বলাটাই বিপজ্জনক। কারণ, সুরা আল-বাকারায় ৪২ নম্বর আয়াতে বলা হইয়াছে—'তোমরা সত্যকে মিথ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।'

দুঃখের বিষয় হইল, নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রায়শই সত্যের সহিত মিথ্যা মিশ্রিত করা হইতেছে এবং অনেকেই জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিতেছেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দশকের পর দশক ধরিয়া বেশ গালভরা একটি বুলি আওড়ানো হয় যে, 'নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হইবে।' কিন্তু বাস্তবতা হইল, নির্বাচনে কত ধরনের সহিংসতা হইতে পারে, তাহার যেন নূতন নূতন দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। বিশ্বের স্বনামধন্য কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলিতেছে, নির্বাচন কারচুপির মেকানিজমটা উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু দেশ খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে বহু দশক ধরিয়া। কিছুদিন পূর্বে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি উপজেলায় পৌর নির্বাচনের অনিয়ম লইয়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিস্তর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সকল প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছিল, প্রশাসনের নাকের ডগায় সন্ত্রাসীরা গাড়ির বহর লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও নির্বাচন আচরণবিধি বারবার লঙ্ঘন করা হইলেও প্রশাসন কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। অথচ নির্বাচনকে সুষ্ঠু করিবার জন্য সকল পর্যায় হইতে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল—'যে কোনো মূল্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা হইবে।' স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন তোলা যায়—এই ধরনের ঘোষণা কি কেবল বাত-কা-বাত?

সুতরাং বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনকে যখন বলা হয়, 'সুষ্ঠু নির্বাচন' হইয়াছে—তখন উহা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কী? এই চিত্র নূতন নহে—দশকের পর দশক ধরিয়া হইয়া আসিতেছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। এই সকল দেশে কী ধরনের নির্বাচন হয়, তাহা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব না হইলেও যাহারা স্থানীয় পর্যায়ে চোখ-কান খোলা রাখেন, যাহারা ভোটের সহিত যুক্ত কিংবা যাহারা বিভিন্ন দলের কর্মী—তাহারা সকলেই জানেন দশকের পর দশক ধরিয়া কী ধরনের এবং কেমনতর 'সুষ্ঠু নির্বাচন' হইয়া আসিতেছে। ইহার সহিত যখন আবেগের আতিশয্যে বলা হয়, অমুকের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী, তমুকের জনপ্রিয়তার গভীরতা হার মানাইবে বঙ্গোপসাগরকেও, তখন তাহাদের কথা শুনিয়া ওয়াকিবহাল মহল মুখ টিপিয়া হাসিতে বাধ্য হন। কারণ, এই ধরনের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কথা যাহারা বলেন তাহারা কখনো সঠিক ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখেন নাই বিধায় মনের মাধুরি মিশাইয়া কল্পবিলাসী কবির মতো নিজের লিডারকে অস্বাভাবিক বিশেষণে ভূষিত করিতে লজ্জা পান না।

অতএব এই সকল দেশে সঠিক নির্বাচনের কথা বলা উচিত নহে। এই বিষয়ে কথা না বলাই উত্তম। অবস্থা এমন হইয়াছে যে, 'সুষ্ঠু নির্বাচনের' কথা শুনিলেই অনেকের মনে ঢাকাইয়া কুট্টিদের কথাটি গুঞ্জরিত হয়—'আস্তে কন হুজুর, হুনলে ঘোড়ায় ভি হাসব!' যেই কথা শুনিয়া ঘোড়াও হাসিবে, সেই কথা বলিবার দরকার কী?

ওয়াকফ সংশোধনী আইন

মুসলিমদের সম্পদ হরণের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে চাই সার্বিক প্রতিরোধ

আইন সভাতে নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি হরণ করে গেরুয়া কর্মসূচি। এসবই নাকি হিন্দুদের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যেই হচ্ছে। কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়িত হলে ভারতবর্ষের হিন্দুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়ে যাবে। এক শ্রেণির সহনাগরিকদের দৃঢ় বিশ্বাস, মোদীজি যেটাই করেন সেটার মধ্যেই রয়েছে হিন্দুদের কল্যাণ। রেল, ভেল, তেল, বিমান থেকে যেসব জাতীয় সম্পত্তি বিক্রি করছেন সবই তো তাদেরই কল্যাণে। লিখেছেন **মুহাম্মাদ আবদুল মোমেন...**

১৯৮০ সালে আত্মপ্রকাশ ঘটা একটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক পুঁজি বলতে গেলে বোঝায় হিন্দু - মুসলমান। হিন্দু - মুসলমান ছাড়া তাদের কোনও গতিই নেই। তারাই হচ্ছে স্বঘোষিত হিন্দু রক্ষক। বর্তমানে তারা ভারতবর্ষের শাসক। অথচ তাদের শাসনামলেই "হিন্দু খতরেমে"। আজ থেকে ১১ বছর আগে ওই তথাকথিত হিন্দুরক্ষক দলের ভারতবর্ষের মসনদ দখল করার দিনটাই নাকি স্বাধীনতা অর্জনের দিন। অর্থাৎ ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের ১৪ অগষ্ট পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। ওই বছরেরই ১৫ অগষ্ট থেকে ২০১৪ সালের ১৯ মে পর্যন্ত ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। ২০ মে থেকে স্বাধীনতা অর্জন করার পর থেকেই হিন্দু বিপদে আছে। যদিও ভারতীয়দের একটা বড় অংশের মধ্যে বিস্ময়কর প্রশ্ন - কমবেশি এক হাজার বছরের মুসলমান শাসনে হিন্দু বিপদে পড়েনি, দুশো বছরের ইংরেজ শাসনে হিন্দুর বিপদ আসেনি, ষাট বছরের কংগ্রেস শাসনেও হিন্দু বিপদে পড়েনি অথচ হিন্দু রক্ষক স্বঘোষিত হিন্দু বিপদ তারক নরেন্দ্র মোদীর শাসন শুরু হতেই কেন "হিন্দু খতরেমে মে?"

বিপত্তারক মোদীজি তাই হিন্দুর বিপদ দূর করছেন একের পর প্রকল্পের স্বার্থক রূপায়ণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে। ইতিপূর্বেই একাধিক সফল প্রকল্প সফল ভাবে লঞ্চ করেছেন। উল্লেখযোগ্য, বাবরি মসজিদের স্থলে রামমন্দির নির্মাণ, তিন তালাক নিষিদ্ধ, ৩৭০ ধারা বিলোপ, সিএএ, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ ইত্যাদির পর এবার এখন পর্যন্ত শেষ কর্মসূচি মুসলমানদের ওয়াকফ সম্পত্তি হড়প কর্মসূচি।

আইন সভাতে নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি হরণ করে গেরুয়া রক্ষা কর্মসূচি। এসবই নাকি হিন্দুদের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যেই হচ্ছে। কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়িত হলে ভারতবর্ষের হিন্দুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়ে যাবে।

এক শ্রেণির সহনাগরিকদের দৃঢ় বিশ্বাস, মোদীজি যেটাই করেন সেটার মধ্যেই রয়েছে হিন্দুদের কল্যাণ। রেল, ভেল, তেল, বিমান থেকে যেসব জাতীয় সম্পত্তি বিক্রি করছেন সবই তো তা;রে কল্যাণে। জিএসটির নামে 'লুটের প্রকল্প'লাগু করে ছোট মাঝারী ব্যবসায়ীদের ব্যবসা মেরে দিয়ে পুঁজিপতি আদানী আম্বানীদের বিপুল লুটের সুবিধা করে দেওয়ার মধ্যে রয়েছে হিন্দু কল্যাণ।

এবার মূল আলোচনায় আসাযাক। নরেন্দ্র মোদী সরকারের চোখ পড়েছে মুসলমানদের ধর্মীয় সম্পত্তি ওয়াকফ এর উপর। ভারতের জাতীয় সম্পত্তি রেলের সম্পত্তি বাদ দিলে সর্বাধিক সম্পত্তি এই ওয়াকফ এর অধীনে রয়েছে। যদিও ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলমানদের নিজস্ব সম্পত্তি; তারপরও সেই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও সদ্ব্যবহার করার জন্য ভারত সরকার দ্বারা প্রণীত আইন রয়েছে। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৯৫ সালের আইন এখন পর্যন্ত চুড়ান্ত। আইন দ্বারা পরিচালিত প্রতিটি রাজ্যে মূলত যে সব রাজ্যে ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে সেই সব রাজ্যে স্বশাসিত সংস্থা অর্থাৎ বোর্ড রয়েছে। বোর্ডের উপর দেখভাল ও সংরক্ষণ ইত্যাদির ভার ন্যাস্ত ছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বোর্ড কী সংস্থান রেখে তা খতিয়ে দেখা দরকার।

বিলটিতে মুসলিমদের ধর্মীয় ও দাতব্য সংস্থাগুলোর অস্তিত্বের জন্য এক গভীর বিপদ। এই বিলের মাধ্যমে মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, ঈদগাহ, দাতব্য ধারাগুলোর হালকা ভাবে অনুধাবন করলে অনুমান করা যায়, মুসলিমদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসের নীলনক্সা এই কালাকানুন।

সংশোধিত আইনে জেলা কালেক্টর ও পৌর কমিশনারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে - একটি মাদ্রাসা, মসজিদ - মাদ্রাসাসহ অন্যান্য ধর্মীয় স্থাপনাগুলি আইননত স্বীকৃতি হারিয়ে বিতর্কিত স্থান হয়ে উঠতে পারে। ফলত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার পরিকল্পনা।

যদিও ভারতীয়দের একটা বড় অংশের মধ্যে বিস্ময়কর প্রশ্ন - কমবেশি এক হাজার বছরের মুসলমান শাসনে হিন্দু বিপদে পড়েনি, দুশো বছরের ইংরেজ শাসনে হিন্দুর বিপদ আসেনি, ষাট বছরের কংগ্রেস শাসনেও হিন্দু বিপদে পড়েনি অথচ হিন্দু রক্ষক স্বঘোষিত হিন্দু বিপদ তারক নরেন্দ্র মোদীর শাসন শুরু হতেই কেন "হিন্দু খতরেমে মে?"
বিপত্তারক মোদীজি তাই হিন্দুর বিপদ দূর করছেন একের পর প্রকল্পের স্বার্থক রূপায়ণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে। ইতিপূর্বেই একাধিক সফল প্রকল্প সফল ভাবে লঞ্চ করেছেন। উল্লেখযোগ্য - বাবরি মসজিদের স্থলে রামমন্দির নির্মাণ,তিন তালাক নিষিদ্ধ, ৩৭০ ধারা বিলোপ, সিএএ, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ ইত্যাদির পর এবার এখন পর্যন্ত শেষ কর্মসূচি মুসলমানদের ওয়াকফ সম্পত্তি হড়প কর্মসূচি। আইন সভাতে নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মুসলমানদের সম্পত্তি হরণ করে হিন্দু রক্ষা কর্মসূচি। এসবই নাকি হিন্দুদের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যেই হচ্ছে। কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়িত হলে ভারতবর্ষের হিন্দুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়ে যাবে। এক শ্রেণির সহনাগরিকদের দৃঢ় বিশ্বাস, মোদীজি যেটাই করেন সেটার মধ্যেই রয়েছে হিন্দুদের কল্যাণ। রেল, ভেল, তেল, বিমান থেকে যেসব জাতীয় সম্পত্তি বিক্রি করছেন সবই তো হিন্দুর কল্যাণে। জিএসটির নামে লুটের প্রকল্প লাগু করে ছোট মাঝারী ব্যবসায়ীদের ব্যবসা মেরে দিয়ে পুঁজিপতি আদানী আম্বানীদের বিপুল লুটের সুবিধা করে দেওয়ার মধ্যে রয়েছে হিন্দু কল্যাণ।

সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ওয়াকফ সম্পত্তি যথাযোগ্য জরিপের মাধ্যমে সম্পত্তি এনরোল্ড করে রেখেছে।

'ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪' কেন কালাকানুন? তা জানতে হলে ওই আইনের মাধ্যমে মুসলমানদের সম্পত্তি হরণ করার উদ্দেশ্যে কী হাসপাতাল, এতিমখানা এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে রাখার আঁটোসাঁটো ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যা তাদের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় ভাবাবেগে মারাত্মক আঘাত হানার ষড়যন্ত্র। এই বিলের প্রধান প্রধান মসজিদ, কবরস্থান, ঈদগাহ, দরগাহসহ যেকোনো ধর্মীয় ওয়াকফ সম্পত্তি বিতর্কিত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণার ক্ষমতা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি চাইলে এই সম্পত্তির মালিকানা বদল করতে পারেন এবং তা সরকারি সম্পত্তি হিসেবে ওয়াকফ বোর্ডে দু'জন অ-মুসলিম সদস্য আবদ্ধতামূলক করে মুসলমানদের ধর্মীয় আচারাদিতে বি-ধর্মীদের হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এমনকি বোর্ডের প্রধানও অ-মুসলিম হতে পারেন। ফলত মুসলিমদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনায় সরকারি তথা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের উপযুক্ত পরিকল্পনা। এটা ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বললে কম বলা হবে স্বাধীনতা হরণ ছাড়া কিছু নয়। এরফলে প্রতিষ্ঠানগুলো তার ধর্মীয় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে বড়সড় বাধা সৃষ্টি করবে।

ওয়াকফ সম্পত্তি নিবন্ধিকরণের ক্ষেত্রে কালেক্টরের অনুমোদন বাধ্যতামূলক করে সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের অধিকার সরাসরি কালেক্টরের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। এই আইন পাশ ও বলবৎ হলে কোনো মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান বা অন্য ধর্মীয় ওয়াকফ সম্পত্তি নিবন্ধিত করতে হলে কালেক্টরের অনুমোদন লাগবে। অনুমোদন না দিলে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হবেনা।

কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি সেই প্রমাণপত্র না থাকলে সম্পত্তি অধিগ্রহণের হুমকি এমন অনেক ঐতিহ্যবাহী মসজিদ ও মাদ্রাসা রয়েছে যেগুলোর আনুষ্ঠানিক দলিল হয়তো নেই বা ত্রুটিপূর্ণ। এই বিল অনুযায়ী, যেসব ধর্মীয় স্থাপনার এমন প্রমাণপত্র নেই, সেগুলোকে বিতর্কিত ঘোষণা করে সরকার তা অধিগ্রহণ করতে পারে। ঐতিহ্যবাহী টিপু সুলতান মসজিদ এবং জামা মসজিদের মতো স্থাপনাগুলোর অস্তিত্বও এমন পরিস্থিতিতে হুমকির মুখে পড়তে পারে। কারণ মসজিদগুলির জন্য জমি দান বা ক্রম কিম্বা অধিগ্রহণ যা কিছু হয়েছে তা কিন্তু কম করে পাঁচশো থেকে ছয়শো বছর আগে। এত বছর আগের নথিপত্র বা দলিল আদেল্লার অস্তিত্ব না থাকাটাই স্বাভাবিক। ফলত এসবগুলোতে অবশ্যই হুমকির মুখে নয় বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন প্রশাসন এসবগুলোতে অধিগ্রহণ করে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনায় এই আইন প্রণয়ন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নতুন ওয়াকফ আইনে কোনো সম্পত্তির বিরোধ নিরসন কিম্বা নির্ধারণ ইত্যাদির ক্ষমতা কালেক্টরের হাতে প্রদান করে মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান ও অন্যান্য ওয়াকফ সম্পত্তির পরিদর্শন এবং বিরোধ নিরসণের ক্ষমতা কালেক্টরের হাতে চলে যাবে। এর ফলে ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ বাড়বে এবং ওয়াকফ বোর্ড তার অস্তিত্ব হারাবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়ে রাজস্ব আদায়ে সরাসরি কালেক্টরের মাধ্যমে সরকার তথা শাসকদল করবে।

ওয়াকফ প্রথায় চিরাচরিত ঐতিহ্য বা রীতি মুতাওয়াল্লি, সেই পদটি কেবল বিলুপ্ত করা হবেনা তাদের জন্য কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সংস্থান রাখা হচ্ছে।

ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪ মুসলিম সম্প্রদায়ের দাতব্য ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে আইনের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করার গভীর ষড়যন্ত্র।

এই বিলের বিরুদ্ধে সার্বিক সচেতনতা এবং ঐক্যবদ্ধ একান্ত জরুরি।

লেখক সাতুলিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা শিক্ষক ও মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলনের প্রাক্তন নেতা।

'ক্ষমার অযোগ্য': ১৯৯২ সালের ৭ ডিসেম্বর 'দ্য হিন্দু'র সম্পাদকীয়

গতকাল (৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২) অযোধ্যায় ধর্মীয় গোঁড়ামি চরম আকার ধারণ করেছে, হাজার হাজার উন্মত্ত করসেবক দ্বারা ৪৫০ বছরের পুরনো বাবরি মসজিদের নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞের দুঃস্বপ্নের দৃশ্যে দেশের সবচেয়ে খারাপ আশঙ্কা সত্যি হয়েছে। মধ্যযুগীয় ইতিহাসে ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া বাবর নির্মিত মসজিদটি বর্বরতার সাথে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মসজিদ ধ্বংস ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক ভারতের ভাবমূর্তিতে মারাত্মক ভাবে আঘাত করেছে।

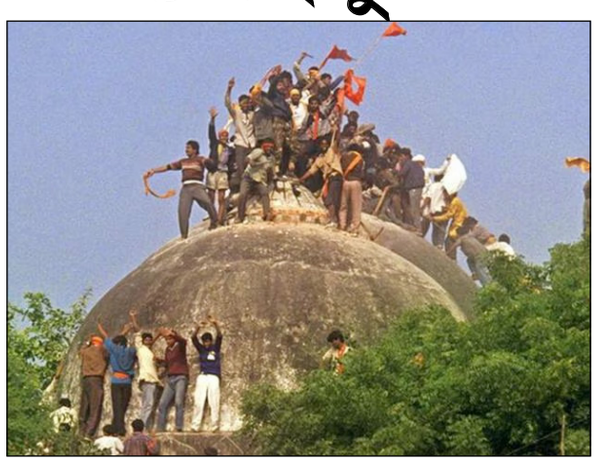

গতকালের বিপর্যয় এই সন্দেহের বৈধতা তুলে ধরেছে যে করসেবকদার প্রতি অনুমতিমূলক মনোভাব বিপর্যয়কর পরিণতি ডেকে আনবে। রবিবার ভারতের জন্য একটি কালো দিন। দ্য হিন্দু এই বেদনাদায়ক মুহূর্তে জাতির গভীর বেদনার অনুভূতি ভাগ করে নিয়েছে।

উত্তর প্রদেশের বিজেপি সরকার নির্লজ্জভাবে সাংবিধানিক দায়িত্ব ত্যাগ করে রাজ্যে তার শাসনের অধিকার হারিয়েছে। আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন করবে না এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পালন করবে বলে কেন্দ্রকে দেওয়া আশ্বাস ভুল প্রমাণিত হয়েছে।কারণ বিতর্কিত কাঠামোটি দখল করার জন্য এগিয়ে আসা করসেবকদের বর্বর ও ধ্বংসাত্মক মনোভাবের সাথে এটি সক্রিয়ভাবে আঁতাত করেছিল বলে মনে হয়েছিল।ত্রিশূলধারী করসেবকদের ভিড়ের কারণে রাজ্য পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সরে যায়, কারণ উচ্ছৃঙ্খল জনতা কমপ্লেক্সে ঢুকে পড়ে।

দিনের বেশিরভাগ সময়, রাজ্য পুলিশ বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কাজ করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করা বোঝায় যে রাজ্য সরকার মসজিদটির নির্বিচারে ধ্বংসকে সমর্থন করেছিল।

জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে রাজ্য সেনারা কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাতে বাধা দিলেও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে লড়াই করতে হয়েছিল। বিতর্কিত কাঠামো রক্ষার জন্য রাজ্য কর্তৃপক্ষ যে ব্যারিকেড তৈরি করেছিল তা হতাশাজনকভাবে অপর্যাপ্ত, যা রাজ্য সরকারের এই দাবিকে উপহাস করে যে বিতর্কিত কাঠামোটি রক্ষার জন্য তারা সমস্ত পদক্ষেপ নেবে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংয়ের পদত্যাগ করসেবকদের জন্য ঘটাএই জঘন্য পরিণতির জন্য তাঁর সরকার বা বিজেপিকে দোষ থেকে মুক্তি দেওয়া যায় না।

বিজেপি এবং তার জঙ্গি মিত্র আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দল এই ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে এনেছে বলে উন্মোচিত হয়েছে, যদিও তাদের কৌশল ও কৌশলগুলির মূলত ধ্বংসাত্মক এবং ফ্যাসিবাদী প্রকৃতি নিয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই।

বিজেপির জাতীয় স্বার্থের রক্ষক হওয়ার দাবি আজ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

মিঃ লালকৃষ্ণ আডবানি এবং তাঁর সহকর্মীরা রবিবারের বর্বরতাকে যতটা অস্বীকার করতে চান, ততটাই আবেগকে চাবুক মারার দায় তারা এড়াতে পারেন না যে এটি অন্ধ জনতার উন্মাদনায় প্রতিফলিত হয়েছিল যা বাবরি মসজিদে হামলার মাধ্যমে শেষ হয়েছিল। হিন্দুত্ববাদী প্রচারণার তীক্ষ্ণ সুর, "ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষ নীতি" নিয়ে ক্রমাগত কটাক্ষ, সংখ্যালঘুদের তুষ্ট করা হচ্ছে বলে উস্কানিমূলক প্রচার ভারতীয় সামাজিক বাস্তবতার একটি বিপজ্জনক এবং মিথ্যা চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য কাজ করেছিল, যা গতকাল অযোধ্যায় এক ধরণের কুৎসিত ধর্মান্ধতার জন্ম দিয়েছে।নরসিমা রাও প্রশাসন সমালোচনার মুখে পড়বে যে তারা রবিবারের ঘটনা কে যথাযথভাবে আটকাতে পারেনি। উত্তরপ্রদেশ সরকার আইনের শাসনকে সমুন্নত রাখবে বলে যে আশ্বাস দিয়েছিল, তার আন্তরিকতার ওপর আস্থা রাখা ভুল ছিল।

যার ফলে বাবরি মসজিদের নিরাপত্তা বিপন্ন করেছিল কেন্দ্র। সরকারের এই ঝুঁকি নেওয়া উচিত হয়নি, যেহেতু বিতর্কিত মসজিদটি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি ভারতের অঙ্গীকারের ভাগ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। এই প্রশাসন প্রকৃতপক্ষে অ-বিজেপি বিরোধী দলগুলির সমর্থনে শক্তিশালী হয়েছিল, যারা বিতর্কিত কাঠামোর অখণ্ডতা রক্ষায় যে কোনও কঠোর পদক্ষেপকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তবুও নরসিমা রাও সরকার মসজিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগটি গ্রহণ করতে দ্বিধা করেছিল।

অযোধ্যা ইস্যুতে এই সরকারের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির ফল আগামী দিনে শাসক দলের অভ্যন্তরে এবং বাইরে তীব্রভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হবে। কিন্তু যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল স্বীকার করা যে এটি ভারতের ইতিহাসের একটি নির্ধারিত মুহূর্ত, এমন একটি মুহূর্ত যেখানে দেশটি আদিম আবেগের অন্ধকার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হতে পারে, যা প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের চার দশকের সফল ট্র্যাক রেকর্ডকে মুছে ফেলার হুমকি দিতে পারে। সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক শক্তিকে দেশকে রক্ষার জন্য একত্রিত হতে হবে এবং দেশকে খাদের কিনারা থেকে টেনে তুলতে হবে। প্রথম পদক্ষেপ হবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাবরি মসজিদ পুনর্নির্মাণ করা।সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত হিসেবে এবং যে কোনো ধরনের ধর্মান্ধতা থেকে মুক্ত গণতান্ত্রিক ভারতের স্বপ্নের প্রতি অবিচল অঙ্গীকারের নিশ্চয়তা হিসেবে।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর সম্রাট বাবর নির্মিত অযোধ্যার বাবরি মসজিদটি ধ্বংস করা হয়েছিল নির্লজ্জ ভাবে। তার পরদিন ইংরেজি দৈনিক 'দ্য হিন্দু'-তে এক বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। তা এখানে তুলে ধরা হল।

প্রথম নজর

পাবলিক টয়লেট নিজের বাড়িতে তৈরি করা নিয়ে বিতর্কে পঞ্চায়েত সদস্যা

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: পুরুলিয়ার আড়ষা ব্লকের হেঁসলা অঞ্চলেন ঝুঁঝকা স্কুলের নিকটে তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা অঞ্জনা মাহাতোর খামারে একটি বাড়ি তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু সেই বাড়িতে লেখা রয়েছে কন্সট্রাকশন অফ পাবলিক টয়লেট এট হেসলা শ্মশান নিয়ার চেক ড্যাম, ঝুঁঝকা। আর এই নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। জোর বিতর্ক উঠেছে এই নির্মাণকে ঘিরে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ঝুঁঝকা গ্রামের শ্মশানে কোন পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়নি। সেখানে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করার কথা থাকলেও সেটি তৈরি করা হয়নি।

তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার খামার বাড়িতে ঝুঁঝকা স্কুলের নিকটে একটি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে এবং তাতে লেখা হয়েছে, পাবলিক টয়লেট এট হেঁসলা শ্মশান নিয়ার চেক ড্যাম ঝুঁঝকা। এবিষয়ে বিরোধী নেতৃত্বরা বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা শেষ পর্যন্ত শ্মশান ঘাটের পাবলিক টয়লেটকে চুরি করে নিজের খামারে বসিয়েছে। এর থেকে আর খারাপ কাজ কি হতে পারে। এর বিরুদ্ধে আগামীর দিনে প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানান বিজেপি নেতৃত্বরা।

যদিও এই বিষয়ে হেশলা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক ও এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্টকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা সাংবাদিকদের এড়িয়ে যান। পঞ্চায়েত প্রধান দিবাঙ্গনা কুমার বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আড়সা ব্লকের বিডিও গোপাল সরকার বলেন, অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রিপোর্ট চেয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে চিঠি করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভাঙড়ের এক প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পেটপুরে খাওয়ালেন

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের খামারআইট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিদ্যুৎ গৌর শিক্ষার্থীদের পেটপুরে খাওয়ালেন। ৪ ডিসেম্বর ২০২৪ বুধবার খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করেন তিনি। এদিন দুপুরে শিক্ষার্থী ছাড়াও শিক্ষক, শিক্ষকদের পরিবারের সদস্য, রাঁধুনি ও আমন্ত্রিত কিছু অতিথিদের জন্য খাওয়া দাওয়ার ব্যাবস্থা করা হয়। খাদ্য তালিকায় ছিল সাদা ভাত, ডাল, সবজি, পোল্ট্রির মাংস, মিস্টি ও চাটনি। শিক্ষক বিদ্যুৎ গৌরের বাড়ি বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর ব্লকের বাগডোবা গ্রামে। তিনি খামার আইট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ দেন ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে। যোগদান উপলক্ষে এদিনের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন বলে তিনি জানান। খামার আইট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ মোফিজুল ইসলাম জানান, এদিন প্রায় ১৫০ জন ব্যক্তি খাওয়া দাওয়া করেন। এদিন প্রধান শিক্ষক মহম্মদ মোফিজুল ইসলাম, সহ শিক্ষক বিদ্যুৎ গৌর, সুজয় চৌধুরী, বুলবুল ইসলাম, ফেরদৌসী খাতুন ও বিদ্যালয়ের রাঁধুনি রা শিক্ষার্থী ও অতিথিদের আপ্যায়ন করেন।

আলোচনা সভা বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ৫ই ডিসেম্বর বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষে বীরভূম জেলার খয়রাশোল ব্লক কৃষি দফতরের উদ্যোগে সহ কৃষি অধিকর্তার সভাকক্ষে একটি সচেতনতামূলক আলোচনা শিবির অনুষ্ঠিত হয় এলাকার চাষিদের নিয়ে। শিবিরে মাটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে আস্তে আস্তে জৈব সারের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হয়। কারণ রাসায়নিক সারের ব্যবহার করতে গিয়ে দিন দিন ব্যবহারের মাত্রা বাড়ছে ফলে খরচের অঙ্কও বাড়ছে। আশানুরূপ ফলন হচ্ছে না, সেই সাথে জমির উর্বরতাও কমছে। মাটির স্বাস্থ্য ভালো রাখতে জৈব সারের প্রয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। সাথে সাথেই মাটি পরীক্ষা করা দরকার এবং প্রয়োজন অনুসারে ডলোমাইট ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া ধনচে চাষ করে মাটিতে মিশিয়ে দিলে জৈব সারের কাজ করে। এই মুহূর্তে মাঠে ধান কাটার পরে যে ন্যাড়া পোড়ানোর ব্যাপার থাকে সেই ন্যাড়া পোড়ানোর ক্ষেত্রে মাঠের তথা মাটির কি অসুবিধা হতে পারে বা কি কি ক্ষতির সম্মুখীন হয় চাষিরাদের সবিস্তারে তাহা ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয়। অপরাজিতা নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালনায় নাটকের মাধ্যমেও উক্ত বার্তা গুলো তুলে ধরা হয় চাষীদের সম্মুখে । এদিন আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন খয়রাশোল ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুরজিৎ গড়াই, এসিস্ট্যান্ট ফার্ম ম্যানেজার সব্যসাচী সরকার প্রমুখ।

আবাসে নাম প্রতি ৭ হাজার করে টাকা তোলা নিয়ে বিতর্কে প্রধান

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আবাস যোজনায় নাম তুলতে গ্রাহকদের কাছ থেকে সাত হাজার টাকা নেওয়ার নির্দেশ জারির অভিযোগ উঠেছে এক পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার কালিয়াচক তিন নম্বর ব্লকের কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। তৃণমূল প্রধানের এই নির্দেশ দেওয়ার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। এই ভাইরাল ভিডিও ঘিরে শোরগোল মালদার জেলা জুড়ে। যদিও এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতর প্রধান আব্দুল আহাদ। এই বিষয়ে প্রধানের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন পঞ্চায়েতের বিরোধী সদস্য থেকে শাসক সদস্যরাও। এই নিয়ে জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন পঞ্চায়েত সদস্যরা ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মালদার জেলা শাসক তরফে জানিয়েছে ।ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বৈষ্ণবনগরের একটি কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান আবদুল আহাদ সমস্ত পঞ্চায়েত সদস্যদের নির্দেশ দিচ্ছেন, আবাস যোজনার সমস্ত উপভোক্তাদের কাছ থেকে ৭ হাজার টাকা করে তুলতে হবে, কারণ বিডিও অফিসে এই টাকা দিতে হবে। এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। কংগ্রেসের অভিযোগ এর সাথে তৃণমূলের বড় নেতাদেরও যোগসাজশ রয়েছে। যদিও পাল্টা তৃণমূলের দাবি কেউ যদি অন্যায় করে দল তাকে রেয়াত করবে না। প্রশাসন ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

প্রসঙ্গত বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস ও বিজেপির সমর্থনে মালদার কালিয়াচক তিন নম্বর ব্লকের কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হন নির্দল থেকে নির্বাচিত আব্দুল আহাদ। যদি পরবর্তী সময়ে প্রধান তৃণমূলে যোগদান করেন।

এই বিষয়ে যদিও কালিয়াচক তিন নম্বর ব্লকের বিডিও সুকান্ত সিকদার জানিয়েছেন, মানুষ যাতে কাউকে বেআইনিভাবে টাকা না দেন সেই কারণে দশ দিন ধরে মাইকিং করে এলাকায় প্রচার করা হচ্ছে। কেউ যদি বিডিও অফিসের নাম করে টাকা চেয়ে থাকেন এবং সেই বিষয়ে যদি অভিযোগ হয় তাহলে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

‘শ্রেষ্ঠ পুরুষ ২০২৪’ সম্মাননা পেলেন কালিয়াচকের ডা. হাজিরুল ইবকার

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: কালিয়াচকের চিকিৎসক ডা: হাজিরুল ইবকার সমাজ উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য “শ্রেষ্ঠ পুরুষ” ২০২৪ সম্মানে সম্মানিত হলেন কলকাতার সাইনসিটি হল এ। বিভিন্ন সমাজ মূলক কাজে মোট ২০জন ব্যক্তিত্বকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়। চিকিৎসার পাশাপাশি, দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর সমাজ উন্নয়নে নানান ভূমিকায় তার কর্মযজ্ঞ চলছে। ক্রমশ তার সেবামূলক কর্মযজ্ঞের ব্যাপ্তি ঘটে চলেছে। স্বাস্থ্য সচেতনতার পাশাপাশি, কুসংস্কার মুক্ত সমাজ, রক্ত সংকটমোচনে অগ্রণী ভূমিকায়, দুস্থ রোগীদের অবিচল সাহায্যের হাত, ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থ সাহায্য, শিক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়নে এবং বাল্যবিবাহ রোধে নিরলস কাজ করে চলেছেন তিনি।

কে এই ডা. হাজিরুল ইবকার?

তিনি রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নয়াগ্রামের মাটি তার জন্মস্থান, বর্তমানে কালিকাপুর সন্নিকটে বসবাসের আর এক ঠিকানা। গ্রাম পঞ্চায়েত মেডিকেল অফিসার হিসেবে সদ্য রাজনগর থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত মেডিকেল অফিসারস এসোসিয়েশনের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। দীর্ঘকাল ধরেই কালিয়াচকের সকল চিকিৎসকদের ধরে রেখেছেন ডক্টরস ক্লাব নামক ছাতার তলায়। “হিলফুল ফুজুল” নামক আর একটি সংগঠনের মাধ্যমে বছর ভর নানান কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের সেবায় আপ্রাণ নিয়োজিত। কালিয়াচক কলেজ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে চলেছেন দীর্ঘকাল ধরেই।

বাল্যবিবাহ রোধে নিয়মিত প্রচারের পাশাপাশি সর্বত্র সজাগ দৃষ্টি ও নেশা মুক্ত সমাজ গড়তে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত। প্রশাসনের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সরকারি কর্মসূচি রূপায়ণে এক অনন্য ভূমিকায় শিক্ষার অগ্রসর, কুসংস্কার মুক্ত সমাজ ও শান্তির বাতাবরণের আবেদন তার পক্ষ থেকে সর্বদা এবং সর্বত্র দেখা যায়। তাই সমাজ সেবায় তিনি পুরস্কৃত ও সম্মানিত হলেন রাজ্যের একজন অন্যতম পুরুষ হিসেবে কলকাতার সায়েন্সসিটি হলএ। ডাক্তারবাবুর কাছে বিভিন্ন সমস্যায় নিয়মিত নিষ্কৃতি পান এলাকার বহু মানুষ। শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বহুল খরচ জনিত সমস্যায় সর্বদা থাকেন মানুষের সাথে মানুষের পাশে। হয়তো এমন দিন নেই যে ৫-১০ জন মানুষ তার কাছে উপকৃত হননি বা সাহায্য পাননি। ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে থেকেছেন ক্রাতা হিসেবে, দুস্থ রোগীদের সাহায্যের হাত ক্রমশ বাড়ছে। মারন রোগগুলি থেকে মুক্তি পেতে লাগাতার সচেতনতা মূলক প্রচার অনুষ্ঠান করে চলেছেন। সুস্থ সমাজ গড়তে ও শিক্ষার প্রসার ঘটাতে নিরন্তর মানুষের সাথে, মানুষের পাশে। তার জীবনের নিত্য সঙ্গী তানিয়া রহমত তিনিও সমাজসেবা ও শিক্ষার প্রসারে নিজেকে উজাড় করে চলেছেন। ধারাবাহিকভাবে তিনিও নানান পুরস্কার ও সম্মানে সম্মানিত। বড় কন্যা আলিশা ইবকার আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপিকা। ছোট কন্যা আলিফিয়া ইবকার ভূগর্ভস্থ জল গবেষণায় বর্তমানে আমেরিকার নিউ জার্সিতে। এভাবেই এগিয়ে চলেছে হাজিরুলের পরিবার।

মাঠে ধান বাঁধতে গিয়ে কেউটের কামড়! জীবন্ত সাপ নিয়ে হাসপাতালে

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলার মাঠে মাঠে চলছে ধান কাটা এবং বেঁধে ঘরে তোলার কাজ।শীতের সকাল।মাঠের মধ্যে কাটা ধানের উপর রোদ পোহাচ্ছিল একটি এক ফুট লম্বা বিষধর কেউটে সাপ।অন্যান্যদের সাথে বৃহস্পতিবার সকালে মাঠে ধান বাঁধার কাজ করতে গিয়েছিলেন বাসন্তীর চুনাখালির মাঝের পাড়ার বাসিন্দা ইছা ঘরামী।ধান বাঁধার কাজ করছিলেন।অন্য মনস্ক হয়ে আচমকা ধানের বিচালি বাঁধতে গিয়ে সাপ সহ বিচালি বাঁধছিলেন। মুহূর্তে তার বাম হাতে কামড় দেয় কেউটে সাপ।তড়িঘড়ি কেউটে সাপটি ধরে ফেলেন ইছা। একটি কৌটোর মধ্যে ভরে ফেলেন। ঘটনার কথা অন্যান্য সঙ্গীদের জানায়।সঙ্গীসাথীরা এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে জীবন্ত সাপ সহ ইছা কে নিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছায় চিকিৎসার জন্য। ততক্ষণে খবর পেয়ে গিয়েছিলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় বলেন, ‘সাপ ধরে কিংবা মেরে আনার প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে সাপ ধরতে গেলে কামড় দিতে পারে। থাকলেও সঠিক চিকিৎসার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এদিকে সাত সকালে জীবন্ত সাপ দেখতে হাসপাতাল চত্বরে উপচে পড়ে ভীড়।পরে জীবন্ত সাপটি একটি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয় বনদফতর কে দেওয়ার জন্য।অন্যদিকে আক্রান্ত ব্যক্তি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনা প্রসঙ্গে আক্রান্ত ইছা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে মাঠে ধানা বাঁধার কাজ করছিলাম। ধান বাঁধার সময় কেউটে সাপ কামড় দেয়। সাপ ধরে হাসপাতালে নিয়ে আসি।’ এনিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় বলেন, ‘সাপ ধরে কিংবা মেরে আনার প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে সাপ ধরতে গেলে কামড় দিতে পারে।

পথ চলা শুরু আইডিয়াল মিশনের

মিসবাহ উদ্দিন ● বকুলতলা

আপনজন: বুধবার দুপুরে জয়নগর থানার নতুনহাটে আইডিয়াল মিশনের দ্বারদঘাটন সভায় দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য রাখতে রাখতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের বাণীকে স্মরণ করান সাংবাদিক আজিজুল হক। তিনি জানান, দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিজেরাই সচেষ্ট হচ্ছে এদেশের সংখ্যালঘুরা। তাদের যাকাত ও দান অবদানের বলে রাজ্যে প্রায় শতাধিক প্রতিষ্ঠান গুণমানের শিক্ষা প্রসারে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন স্তরের গুণী ব্যক্তিত্ব গণ। সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন আইডিয়াল মিশনের সম্পাদক ডাক্তার নজরুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি ডা. মেহবুব রহমান জানান, অনেক স্বপ্ন নিয়ে নজরুল সাহেব এ প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন।

বড়জোড়া হাসপাতালে রেকর্ড রুম সিল করল জেলা স্বাস্থ্য দফতর

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়ার বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ বারেবারেই তুলেছে বিরোধী দলগুলি। এবার তারই প্রমাণ পেল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের তদন্তকারী দল। সূত্রের খবর ওই হাসপাতালের ওষুধ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে একটি গরমিলের ঘটনায় সম্প্রতি তদন্তে নামে স্বাস্থ্য দফতর। গতকাল স্বাস্থ্য দফতরের একটি তদন্তকারী দল হাসপাতালে গিয়ে বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখে। সূত্রের খবর সেই নথি খতিয়ে দেখতে গিয়ে হিসাবে গরমিল মেলে।

আর তারপরই ওই তদন্তকারী দলের নির্দেশে হাসপাতালের একটি রেকর্ড রুম সিল করে বাঁকুড়া জেলা স্বাস্থ্য দফতর। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে এবং কত টাকার এই গরমিল সে সম্পর্কে এখনই মুখ খুলতে নারাজ স্বাস্থ্য দফতর। স্বাস্থ্য দফতরের দাবী তদন্তকারীরা তদন্তের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথি খুঁজে না পাওয়াতেই ওই রেকর্ড রুম সিল করার নির্দেশ দিয়েছিল। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। হাসপাতালের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে এই ঘটনায় সরাসরি শাসক যোগের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিজেপি।

সাংবাদিকদের কাছে এ বিষয়ে মুখ না খুললেও শাসক দলের স্থানীয় বিধায়ক তথা ওই হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির দীর্ঘদিনের পদাধিকারী অলোক মুখোপাধ্যায় এই ঘটনাকে নিছকই স্বাস্থ্য দফতরের নিজস্ব বিষয় বলে এড়িয়ে গেছেন।

সিলামপুর পঞ্চায়েতে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাতিস্তম্ভের সূচনা হল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: কালিয়াচকের সিলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাহাদুপুর আদালত মন্ডল টোলা গ্রাম সহ পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের মানুষজনের যাতায়াতের একদম নির্জন শুনশান অন্ধকার রাস্তা আর সেই রাস্তা দিয়েই নিত্যদিনে প্রায় কয়েকশত মানুষের যাতায়াত। এবং ওই গ্রামেরই বহু বছরের পুরোনো কবরস্থান সহ জানাজা নামাজের জায়গা। আশেপাশে রয়েছে আমবাগান ও চারিদিকে বন জঙ্গলে ঘেরা দিনের বেলাতেও হিংস্র কুকুর আর শিয়ালেরা রাস্তায় ঘোরাফেরা করে। তবে এলাকার বহুদিনের দাবি পূরণ করলেন মিমের স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা নিলুফা খাতুন। এদিন কালিয়াচক-১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা নিলুফা খাতুনের উদ্যোগে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি টাওয়ার লাইটের শুভ উদ্বোধন করেন সর্বভারতীয় মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীন এর দক্ষিণ মালদার সভাপতি রেজাউল করিম। এছাড়াও ছিলেন, জেলা নেতৃত্ব ইকবাল, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামী গোলাম মার্তুজ, টনি খান, আসিক রেজা ও বুথ সভাপতি মুহাম্মদ সেলিম সহ দলের কর্মীবৃন্দরা।

পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা জানান, এটা সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। এবং আগামী দিনে জণগণের উন্নয়নের জন্যে তাদের পাশে সর্বদা আমরা আছি। এই রাস্তা দিয়ে বহু মানুষের পথচলা ও কবরস্থানে মৃতদের দাফনকাজে প্রচুর অসুবিধায় পড়তে হত। এই লাইটের আলোয় কিছুটা হলেও মানুষের উপকারে আসবে। গ্রামের এক বাসিন্দা বলেন, টাওয়ার লাইট বসানোতে গ্রামের ও কবরস্থানের উন্নতি হল এতে আমরা ভীষণ আনন্দিত। এই রাস্তা দিয়ে অঞ্চল অফিস ও ব্যাঙ্কে মহিলারা যাতায়াত করত তাদের সকলের জন্যেই বিশেষ সুবিধা হল।

বিধায়কের সহযোগিতায় মিলল হুইলচেয়ার

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বিধায়কের সহযোগিতায় মিলল হুইলচেয়ার সহ বিভিন্ন সহযোগিতার আশ্বাস। মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী,খবর পেয়ে গ্রামে পৌঁছে যুবকের পাশে দাঁড়ালেন। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এক অসহায় যুবকের পাশে দাঁড়ালেন মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ওই যুবকের চলাচলের জন্য প্রদান করলেন একটি হুইল চেয়ার। বৃহস্পতিবার বিধায়কের এমনি মানবিক উদ্যোগের ছবি নজরে এল চাঁচল-২ নং ব্লকের গৌড়হন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের কাপসিয়া গ্রামে। জানা গেছে, ওই গ্রামের বাসীন্দা, পেশায় দীন মজুর সালিমুদ্দিনের একমাত্র ছেলে সামিম আক্তার গত ছয় বছর আগে হঠাৎ করেই অসুস্থতার কারণে চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়ে। এরপর থেকে বাড়িতেই শয্যাশায়ী, অসহায় অবস্থায় তার দিন কাটছিল। এই খবর জানতে পেরেই বৃহস্পতিবার সকালে সামিমের বাড়ি ছুটে যান মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয়। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুবেজা খাতুন সহ অন্যান্যরা। তাদের সকলের উপস্থিতিতে বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বছর ১৮র যুবক সামিমের চলাচলার জন্য একটি হুইল চেয়ার প্রদান করেন। এবং আগামীতে তাকে বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন।এমনই উদ্যোগকে এলাকাবাসী বিধায়ক কে সাধুবাদ জানিয়েছেন।এলাকাবাসীরা জানান খবর পেয়ে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত হন বিধায়ক,বিধায়কের সহযোগিতা পেয়ে খুশি পরিবার সহ গ্রামবাসী।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বঙ্গোপসাগরে উল্টে গেল মাছ ধরার নৌকো

আসিফা লস্কর ● সাগর

আপনজন: বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউয়ে কারণে উল্টে গেল মাছ ধরার নৌকো। নিরাপদে উদ্ধার মৎস্যজীবীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার দুপুর বেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গঙ্গাসাগরে মাছ ধরার সময় উত্তাল ঢেউয়ের কারণে মদিনা শরীফ নামে একটি ডেলি ফিশিং নৌকো উল্টে যায়। নৌকো উল্টে যাওয়ার কারণে সমুদ্রে পড়ে যায় মৎস্যজীবীরা।বাঁচার জন্য মৎস্যজীবীরা চিৎকার শুরু করে। মৎস্যজীবীদের চিৎকার শুনে অন্যান্য মাছ ধরার নৌকার মৎস্যজীবীরা সাহায্যের জন্য ছুটে আসে। অন্যান্য মৎস্যজীবীদের সহযোগিতায় বঙ্গোপসাগর থেকে উদ্ধার হয় মৎস্যজীবীরা। পাশাপাশি অন্যান্য মৎস্যজীবীদের এবং গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় সমুদ্র থেকে উপকূলের দিকে উল্টে যাওয়া নৌকটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হচ্ছে। এ বিষয়ে এক এলাকাবাসী সন্ধ্যা মাইতি তিনি বলেন, বুধবার দুপুর বেলা হঠাৎই মাছ ধরার সময় উল্টে যায় একটি মৎস্যজীবী নৌকো।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সুনিত প্রয়াত

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বিশ্বভারতীর তিব্বতিয়ান ভাষার প্রতিষ্ঠাতা, বৌদ্ধ পন্ডিত নামে খ্যাত রাষ্ট্রপতি পুরস্কারসহ স্বর্ণপদক প্রাপ্, প্রায় ৯ টি ভাষায় প্রবন্ধ লেখায় যিনি পারদর্শী ছিলেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার পাঠকের অকাল প্রয়াণ হল। মৃত্যুকালে তার বয়স-১০১ বছর। প্রয়াত অধ্যাপকের বিশ্বভারতী বাড়িতে মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ। এছাড়া অধ্যাপকের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতী ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয় কুমার সরেন সহ অন্যান্য বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও কর্মীবৃন্দ। অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তার মৃত্যুতে বিশ্বভারতী এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রক্তদান তরুণ আইনজীবী নাফিসার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● লালগোলা

আপনজন:বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে মেয়েরা যখন রক্ত দেওয়ার কথা শুনলেই আঁতকে উঠে,একটা মেয়ে যখন ইনজেকশনের সুচ দেখে ভয় পেয়ে যায়,ঠিক সেই সময়ে দাঁড়িয়ে এই বিশেষ দিনে রক্ত দান করলেন মানব সেবায় রক্তদান সংগঠনের সক্রিয় সদস্য নাফিসা খাতুন। লালগোলার নবীজা খাতুন নামক এক রুগীর এমার্জেন্সি B+ রক্তের প্রয়োজন পড়লে, তারা বিভিন্ন দিকে রক্ত খোঁজার পরে না পেয়ে লালগোলা ব্লকের সীতেশনগর গ্রামের খুবই মানবিক একটি সংগঠন মানব সেবায় রক্তদানের কাছে আবেদন করলে সংগঠনের সক্রিয় অ্যাডভোকেট সদস্য নাফিসা খাতুন নিজের সমস্ত ব্যস্ততা কে উপেক্ষা করে বহরমপুরে মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটালে ব্লাড ব্যাংকে পৌঁছে যান, এবং এই নির্ভয়া যোদ্ধা নিজের চতুর্থতম লাল ভালোবাসা কমপ্লিট করেন।

৭ ম্যাচ পর জয়ে ফিরল সিটি, রোমাঞ্চ ছড়িয়ে লিভারপুলের ড্র

আপনজন ডেস্ক: টানা ৭ ম্যাচ জয়হীন থাকার পর অবশেষে জয়ে ফিরল ম্যানচেস্টার সিটি। ইতিহাদে নটিংহাম ফরেস্টকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে তারা। এটি প্রিমিয়ার লিগে টানা ৪ হারের পর সিটির পাওয়া বহু আরাধ্যের জয়ও বটে। লিভারপুলের বিপক্ষে হারের পর ঘুরে দাঁড়ানোর কথা বলেছিলেন সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা। বড় জয়ে সেই কথাই বোধহয় রাখলেন তিনি। এ জয়ে ১৪ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার চারে ওঠে এল সিটি।

টানা হারের বৃত্ত ভাঙতে শুরু থেকেই মরিয়া হয়ে মাঠে নামে সিটি। অতিথি নটিংহাম ফরেস্টকে কোনো সুযোগ না দিয়েই আক্রমণের পর আক্রমণে যায় তারা। ফলে এগিয়ে যেতে ৮ মিনিটের বেশি লাগেনি। কেভিন ডি ব্রুইনার অ্যাসিস্টে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন বের্নার্দো সিলভা। এরপর ৩১ মিনিটে সেই ডি ব্রুইনাই দারুণ ফিনিশিংয়ে ব্যবধান ২-০ করেন। প্রথমার্ধের বাকি সময়ও গোলের জন্য মরিয়া ছিল সিটি। কিন্তু দুই গোলেই শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বিরতির পর দলটির হয়ে ব্যবধান ৩-০ করেন জেরেমি ডকু। এই তিন গোলেই শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে সিটি।

নিউক্যাসল ৩ : ৩ লিভারপুল

অবিশ্বাস্য– এ মৌসুমে মোহাম্মদ সালাহর পারফরম্যান্সকে এই একটি শব্দেই সম্ভবত বোঝানো যায়। ম্যাচের পর ম্যাচে গোল করেই চলেছেন এই লিভারপুল তারকা। শুধু তা-ই নয়, আজ দুবার পিছিয়ে পড়া লিভারপুলকেও এক পর্যায়ে এগিয়ে দিয়েছিলেন সালাহই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জেতাতে পারেননি। ৩-৩ গোলের রোমাঞ্চকর এক ড্রয়ে শেষ হয়েছে ম্যাচটি। এদিন জোড়া গোলের পাশাপাশি লিভারপুলের অন্য গোলটিতে সহায়তাও করেছেন সালাহ। তবে সালাহর এমন পারফরম্যান্সের পরও ড্রয়ের হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে লিভারপুলকে। ঘরের মাঠে টেবিল টপার লিভারপুলকে শুরু থেকেই চেপে ধরে নিউক্যাসল। একের পর এক আক্রমণে লিভারপুলকে সুযোগ না দিয়েই গোল আদায়ের চেষ্টা করছিল তারা। কয়েকবার কাছাকাছি গিয়েও হতাশ হতে হয় স্বাগতিকদের। চাপ সামলে লিভারপুলও চেষ্টা করে লড়াইয়ে ফেরার। ১৪ ও ১৫ মিনিটে পরপর দুবার প্রচেষ্টা নেয় তারা। প্রথমবার আলেক্সিস ম্যাক আলিস্টারকে ঠেকান প্রতিপক্ষের গোলরক্ষক। আর দ্বিতীয়বার ম্যাক আলিস্টারের শট ফিরে আসে পোস্টে লেগে। এই দুই প্রচেষ্টা বাদ দিলে লিভারপুলকে প্রথমার্ধে বেশ সংগ্রাম করতে দেখা যায়। আর এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ঠিকই লিড নিয়ে নেয় নিউক্যাসল। ম্যাচের ৩৫ মিনিটে দারুণ এক শটে লক্ষ্যভেদ করেন আলেক্সান্দার ইসাক। একটু পর আন্তোনিও গর্ডন লিভারপুল গোলরক্ষক কেলেহারকে একা পেয়েও গোল করতে না পারায় ব্যবধান বাড়াতে পারেনি নিউক্যাসল।

বিরতির পর অবশ্য আধিপত্যের সঙ্গে লিডও হারায় নিউক্যাসল। ম্যাচের ৫০ মিনিটে মোহাম্মদ সালাহর পাস থেকে গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান কার্টিস জোনস। এরপর অল্প সময়ের মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার দুটি সুযোগ আসে লিভারপুলের সামনে, তবে কাছাকাছি গিয়েও গোল পাওয়া হয়নি তাদের।

লিভারপুল না পারলেও ঠিকই পেরেছে নিউক্যাসল। ৬২ মিনিটে গর্ডনের দারুণ এক গোলে আবার ম্যাচে লিড নেয় স্বাগতিক নিউক্যাসল। তবে সালাহ-জাদুতে দ্রুত লিড হারানোর পাশাপাশি পিছিয়েও পড়ে তারা। ম্যাচের ৬৮ ও ৮৩ মিনিটে গোল করেন সালাহ। এ নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে টানা ৭ ম্যাচে ৯ গোল করলেন সালাহ। আর সব মিলিয়ে লিগে তাঁর গোলের সংখ্যা ১১। তবে সালাহ-জাদুতে লিভারপুল যখন জয় দেখছিল, তখনই ম্যাচের ৯০ মিনিটে ফ্যাবিয়ান শার গোল করে সমতায় ফেরান নিউক্যাসলকে। এরপর অবশ্য আর কোনো দল গোল পায়নি। রোমাঞ্চকর ম্যাচটি ড্র হয়েছে ৩-৩ গোলে।

একই রাতের অন্য ম্যাচে রুবেন আমোরিমের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ২-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে আর্সেনাল। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর দুটি গোলই এসেছে দ্বিতীয়ার্ধে। গোলগুলো করেছেন জিরুয়ান টিম্বার ও উইলিয়াম সালিবা। এ জয়ে ১৪ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে থাকল আর্সেনাল। আর ১১ নম্বরে থাকা ইউনাইটেডের পয়েন্ট ১৪ ম্যাচে ১৯।

জয় শাহ যেন 'আইসিসিকে ভারতের কবজায় না নেন', বিদায়ী চেয়ারম্যানের সতর্কবার্তা

আপনজন ডেস্ক: আইসিসির চেয়ারম্যান হিসেবে চার বছর দায়িত্ব পালন করেছেন গ্রেগ বার্কলে। নিউজিল্যান্ডের এই ক্রীড়া প্রশাসকের মেয়াদ শেষ হয়েছে গত ৩০ নভেম্বর।

বার্কলের জায়গায় ১ ডিসেম্বর নতুন দায়িত্বে এসেছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সদ্য সাবেক সচিব জয় শাহ। ৩৬ বছর বয়সী জয় শাহই বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ চেয়ারম্যান।

বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতের প্রভাব-প্রতিপত্তি কেমন, তা কারও অজানা নয়। জয় শাহ শীর্ষ পদে আসীন হওয়ায় আইসিসিতে ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য আরও বাড়বে, কেউ কেউ এমন ধারণাও করছেন। যদিও বিদায়ী চেয়ারম্যান বার্কলে মনে করেন, বিশ্ব ক্রিকেটকে ভালোভাবে সামলানোর বড় সুযোগ জয় শাহর সামনে। কিন্তু তিনি যদি প্রভাব খাটিয়ে আইসিসিকে ভারতের কবজায় নিয়ে নেন, তা ক্রিকেটের জন্য সহায়ক হবে না।

বিদায়বেলায় বার্কলে জানিয়েছেন, বিশ্বজুড়ে এখন এত খেলা হয় যে কখন-কোথায়-কোন দলের ম্যাচ চলছে, তা বিশ্ব ক্রিকেটের শীর্ষ পদে থেকেও নিয়মিত খোঁজ রাখতে পারেননি।

সম্প্রতি ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বার্কলে। সাক্ষাৎকারে ৬৩ বছর বয়সী এই ক্রিকেট সংগঠক আইসিসিতে জয় শাহর নেতৃত্ব ক্রিকেটকে কীভাবে সুবিধা দিতে পারে তা যেমন বলেছেন, তেমনি দিয়েছেন সতর্কবার্তাও, 'সে যে ভিত্তি পেয়েছে, আমি মনে করি, সেখান থেকে তার সামনে খেলাটিকে অন্য স্তরে নিয়ে যাওয়ার বড় সুযোগ। কিন্তু খেলাটিকে ভারতের কবজায় নিয়ে গেলে চলবে না। আমরা সত্যিই ভাগ্যবান যে সব দিক থেকেই ভারত খেলাটির জন্য বিশাল অবদান রাখছে। অন্যদিকে একটা দেশের এত ক্ষমতা ও প্রভাব অন্য অনেক অর্জনকে নষ্ট করে দিতে পারে, যা খেলাটিকে বৈশ্বিকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার দিক থেকে সহায়ক নয়।'

বিদায়ী চেয়ারম্যান বার্কলে আরও বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক মহলে ভারতকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করার ক্ষমতা জয় শাহর আছে। সবাইকে একত্র করতে এবং ক্রিকেটকে আরও বিকশিত করতে ভারত সাহায্য করতে পারে, এমন অনেক বিষয় রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ–কম কর বা খরচের সুবিধা নিতে বিদেশে তারা একটি বাণিজ্যিক কার্যক্রম স্থানান্তর করতে পারে, তাদের দলগুলোকে ছোট ও উদীয়মান দলের বিপক্ষে (আরও বেশি) খেলার সুযোগ করে দিতে পারে, এ ছাড়া (আইসিসির) সদস্য দেশগুলোকে লাভবান করে তুলতে তাদের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে আইসিসির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারে এবং (ক্রিকেটের) নতুন অঞ্চল ও বাজার খুলতে পারে।'

বিশ্বজুড়ে এখন ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি লিগের দাপট। বছরের বড় একটি অংশ নিয়ে নিচ্ছে এসব লিগ। বার্কলের সময়েই আরও তিনটি টি-টোয়েন্টি লিগ আইসিসির স্বীকৃতি পেয়েছে–যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেট (এমএলসি), সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টি (আইএলটি২০) ও দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ২০। এত এত টুর্নামেন্ট আর ঠাসা সূচির জন্য বার্কলে সদস্য দেশগুলোর স্বার্থকে দায়ী করেছেন, 'জানি, আমি (আইসিসির) শীর্ষে পদে আছি। কিন্তু আমি আপনাকে বলতে পারব না কে কার সঙ্গে খেলছে। এমনকি (ডারবান টেস্টে) মার্কো ইয়ানসেনের ৭ উইকেটের খবর সকালে পড়ার আগে আমি জানতামই না শ্রীলঙ্কা দল দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে গেছে। এর অর্থ ক্রিকেটের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যেমন ছিল, তা হারিয়ে ফেলেছি। এটা খেলাটির জন্য মোটেও ভালো ব্যাপার নয়। এটা একধরনের জগাখিচুড়ি। সবার স্বার্থের কারণে এমন ঠাসা সূচিতে খেলা চলছে। এই জটলা ছাড়ানো প্রায় অসম্ভব।'

রাজস্থানকে হারিয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা

আপনজন ডেস্ক: অভিষেক পোড়েলের অসাধারণ ব্যাটিং এবং মহম্মদ শামির দুর্দান্ত বোলিংয়ের সুবাদে রাজস্থানকে ৭ উইকেটে হারিয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি-২০ টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার-ফাইনালে পৌঁছে গেল বাংলা। বৃহস্পতিবার সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে ব্যাটিং-বোলিংয়ে দাপট দেখিয়ে জয় পেল বাংলা। এদিন টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলার অধিনায়ক সুদীপ কুমার ঘরামি। প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৩ রান করে রাজস্থান। সর্বাধিক ৪৬ রান করেন কার্তিক শর্মা। অধিনায়ক মহীপাল লোমরোর করেন ৪৫ রান। ৪ ওভার বোলিং করে ২৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন শামি। ৪ ওভারে ২১ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন শাহবাজ আহমেদ। ৪ ওভারে ২৭ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন সায়ন ঘোষ। ২ ওভার বোলিং করে ১৫ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়। এরপর ব্যাটিং করতে নেমে ৯ বল বাকি থাকতেই ৩ উইকেট হারিয়ে ১৫৪ রান তুলে জয় নিশ্চিত করে বাংলা।

বাংলার হয়ে ব্যাটিং ওপেন করতে নেমে ৪৮ বলে ৭৮ রান করেন অভিষেক। তাঁর ইনিংসে ছিল ৭টি বাউন্ডারি এবং ৪টি ওভার-বাউন্ডারি। অপর ওপেনার করণ লাল অবশ্য ৪ রান করেই আউট হয়ে যান। ৩ নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমে ৪৫ বলে ৫০ রান করেন সুদীপ। ১৮ রান করে অপরাজিত থাকেন শাহবাজ।

চোট সারিয়ে মাঠে ফিরে বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো বোলিং করছেন শামি। রঞ্জি ট্রফির পর সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতেও ভালো বোলিং করছেন এই পেসার। তিনি যতদিন না জাতীয় দলে ডাক পাচ্ছেন ততদিন বাংলার হয়ে খেলবেন।

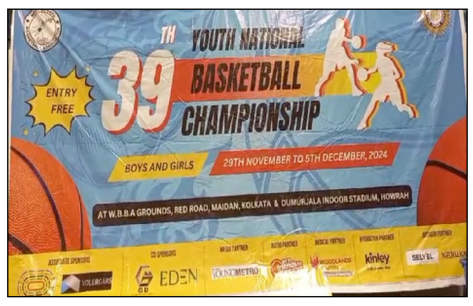

বাস্কেটবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে ইউথ ন্যাশনাল বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ (মেন এন্ড ওমেন) এর ফাইনাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে হাওড়ার ডুমুরজলা ইনডোর স্টেডিয়ামে। ২৯শে নভেম্বর থেকে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসেছিল কলকাতার রেড রোড, ময়দানের ওয়েস্ট বেঙ্গল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন গ্রাউন্ডে এবং হাওড়ার ডুমুরজলা ইনডোর স্টেডিয়ামে। বৃহস্পতিবার ফাইনালে মহিলা বিভাগে পরস্পরের মুখোমুখি হয় **আপনজন ডেস্ক:** তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটক। কর্ণাটক মহিলা বিভাগে ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হয়। তারা তামিলনাড়ুকে ৬১-৫৪ পয়েন্টে পরাস্ত করে। এবং পুরুষ বিভাগে মুখোমুখি হবে কর্ণাটক এবং রাজস্থান।

এমবাপ্পের পেনাল্টি মিসের পর বিলবাওয়ের কাছে হেরে সুযোগ হাতছাড়া রিয়ালের

আপনজন ডেস্ক: বিলবাও ২ : ১ রিয়াল মাদ্রিদ

উত্থান-পতনের অম্লমধুর মৌসুমে আজ হার দেখল রিয়াল মাদ্রিদ। অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের মাঠে হেরেই গেল তারা। ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের হার ২-১ গোলে। এর ফলে বার্সেলোনার সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান কমিয়ে আনার সুযোগটাও হারাল তারা।

আজ বিলবাওয়ের মাঠে জিতলে এক ম্যাচ হাতে রেখে বার্সেলোনার চেয়ে মাত্র ১ পয়েন্টে পিছিয়ে থাকত রিয়াল। অর্থাৎ, হাতে থাকা বাড়তি ম্যাচে জিতলে কোনো হিসাব ছাড়াই শীর্ষে চলে যেত মাদ্রিদের ক্লাবটি।

কিন্তু বিলবাওয়ের বিপক্ষে তাদের মাঠে হেরেই গেছে রিয়াল। এখন ১৫ ম্যাচে রিয়ালের পয়েন্ট ৩৩, আর শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার পয়েন্ট ৩৭। এই ম্যাচ হেরে যাওয়ায় পয়েন্ট তালিকার লাগামটাও বার্সার হাতেই থাকল। প্রতিপক্ষের মাঠে শুরু থেকে বলের দখল রাখলেও সুযোগ তৈরিতে পিছিয়ে ছিল রিয়াল। এমনকি প্রথমার্ধে লক্ষ্যে কোনো শটও নিতে পারেনি তারা। এই অর্ধে গোল অবশ্য বিলবাও নিজেও পায়নি। বিরতির পর অবশ্য দুই দলই মরিয়া ছিল গোলের জন্য। তবে প্রথম গোলটি আদায় করে নেয় বিলবাও, গোলটি করেন আলেসান্দ্রো রেমিরো। এরপর পেনাল্টি মিস করে সমতা ফেরানোর সুযোগ নষ্ট করেন এমবাপ্পে। ছন্দে ফেরা জুড বেলিংহাম ৭৮ মিনিটে গোল করলেও শেষ রক্ষা হয়নি। ৮০ মিনিটে বিলবাওয়ের হয়ে গোরকা গুরুজেটা গোল করে ম্যাচ নিয়ে যায় রিয়ালের হাত থেকে। এরপর রিয়ালকে আর ফিরতেও দেয়নি তারা।

চোটে পড়া ভিনিসিয়ুস এদিনও মাঠে ছিলেন না। এর গুরুদায়িত্ব ছিল রদ্রিগো, কিলিয়ান এমবাপ্পে ও বেলিংহামের ওপর। কিন্তু দলের হার ঠেকাতে পারেননি তাঁরা, আর এমবাপ্পের পেনাল্টি মিস তো আছেই। শেষ পর্যন্ত খালি হাতেই মাঠ ছেড়েছে কার্লো আনচেলত্তির দল।

এক ইনিংসে ৩৪৯ রান ও ৩৭ ছক্কার বিশ্ব রেকর্ড, ২৮ বলে সেঞ্চুরি, টি-২০তে রেকর্ড ভাঙার এক দিন

আপনজন ডেস্ক: দেড় মাসও টিকল না জিম্বাবুয়ের বিশ্ব রেকর্ড। অক্টোবরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে গাম্বিয়ার বিপক্ষে ৩৪৪ রান করেছিল জিম্বাবুয়ে।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তো বটেই স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতেই সেটি ছিল সর্বোচ্চ দলীয় ইনিংস। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টির রেকর্ডটা আজ ভেঙে দিয়েছে বরোদা। ভারতের সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে সিকিমের বিপক্ষে ৫ উইকেটে ৩৪৯ রান করে বরোদা।

ইন্দোরে দলীয় সংগ্রহের বিশ্ব রেকর্ড গড়া বরোদার ব্যাটসম্যানরা ভেঙেছেন জিম্বাবুয়ের ছক্কার রেকর্ডও। ৩৭টি ছক্কা মেরেছেন দলটির ব্যাটসম্যানরা। গাম্বিয়ার বিপক্ষে ৩৪৪ করার পথে জিম্বাবুইয়ানরা মেরেছিলেন ২৭টি ছক্কা।

শাশোয়াত রাওয়াত (১৬ বলে ৪৩) ও অভিমন্যুসিং রাজপুত (১৭ বলে ৫৩) উদ্বোধনী জুটিতে ৫ ওভারেই দলকে এনে দেন ৯২ রান। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে এরপর তাণ্ডব চালিয়েছেন ভানু পানিয়া, শিবালিক শর্মা ও বিষ্ণু সোলাঙ্কিরা। পানিয়া ৫১ বলে ১৫ ছক্কায় ১৩৪ রান করে অপরাজিত ছিলেন। শিবালিক ৬ ছক্কায় ১৭ বলে ৫৫ ও সোলাঙ্কি ৬ ছক্কায় ১৬ বলে করেন ৫০ রান।

রান তাড়ায় ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ৮৬ রান তুলে ২৬৩ রানে হেরেছে সিকিম। রানের হিসেবে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি চতুর্থ সর্বোচ্চ ব্যবধানে জিতল বরোদা। দিনের আরেক ম্যাচে মেঘালয়ের বিপক্ষে ২৮ বলে সেঞ্চুরি করে টি-টোয়েন্টিতে ভারতীয়দের দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড ছুঁয়েছেন পাঞ্জাবের অভিষেক শর্মা। গত সপ্তাহেই সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতেই ত্রিপুরার বিপক্ষে গুজরাটের হয়ে ২৮ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন উর্বিল প্যাটেল। স্বীকৃতি টি-টোয়েন্টিতে এর চেয়ে কম বলে সেঞ্চুরি আছে শুধু সাহিল চৌহানের। এ বছরই সাইপ্রাসের বিপক্ষে ২৭ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন এস্তোনিয়ার চৌহান। রাজকোটে আজ মেঘালয় করে ৭ উইকেটে ১৪২ রান। ভারতের জাতীয় দলের ব্যাটসম্যান অভিষেকের ২৯ বলে করা ১০৬ রানে ভর করে লক্ষ্যটা ৯.৩ ওভারেই ৭ উইকেট হাতে রেখে পেরিয়ে যায় পাঞ্জাব। ১১টি ছক্কা মেরেছেন অভিষেক, মেরেছেন ৮টি চারও।

প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে প্রতিবন্ধীদের ফুটবল টুর্নামেন্টে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে সারা বাংলা প্রতিবন্ধী অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় হাড়োয়া সার্কাস ময়দানে ৮ দলীয় নকআউট প্রতিবন্ধীদের ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। এদিনের ফুটবল টুর্নামেন্টে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মত। আর এই বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের উৎসাহিত করতে এদিন ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতিয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ কোচেস্ এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এর কনভেনার বিশিষ্ট সমাজসেবী ইসমাইল সরদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল খালেক মোল্লা, ফরিদ জমাদার, সারা বাংলা প্রতিবন্ধী অ্যাসোসিয়েশন এর চেয়ারম্যান রেজাউল মোল্লা, হারাধন মন্ডল সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা। জীবন যুদ্ধে হার না মানা বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের অনুপ্রাণিত করতে এ দিন বক্তব্য রাখেন উপস্থিত বৈশিষ্ট্যজনেরা।

ডিএভি ন্যাশনাল স্পোর্টস মিট-২০২৪ প্রতিযোগিতা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ডিএভি ন্যাশনাল স্পোর্টস মিট-২০২৪ প্রতিযোগিতায় রুপো ও ব্রোঞ্জ এল জেলায়। ২ ডিসেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিযোগিতা। সেখানেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে অংশ নেওয়া প্রতিযোগীরা ভালো ফল করে। জানা গিয়েছে, ডিএভি ন্যাশনাল স্পোর্টস মিট-২০২৪ প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ দিনাজপুর তাইকোন্ড অ্যাসোসিয়েশনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তিন জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। দিল্লি খেলগাঁও স্টেডিয়াম (বালক বিভাগের) এবং নয়ডা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে (বালিকা

বিভাগের) বালুরঘাটের একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে জাতীয় স্তরের তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য যায় প্রতিযোগীরা। সেখানে দীপশিখা সরকার অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বয়স ক্যাটাগরির ৪১ থেকে ৪৪ কেজি ওজন ক্যাটাগরিতে সিলভার মেডেল পায় এবং মধুমিতা বর্মন অনূর্ধ্ব ১৭ বয়স ক্যাটাগরির ৫৫ থেকে ৫৯ কেজির ওয়েট ক্যাটাগরিতে ব্রোঞ্জ মেডেল পেয়েছে। এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর তাইকোন্ড অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিবাকর মন্ডল জানান, দীপশিখা সরকার অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বিভাগে সিলভার মেডেল পেয়েছে। অন্যদিকে, মধুমিতা বর্মন অনূর্ধ্ব ১৭ বছর বয়স বিভাগে ব্রোঞ্জ পেয়েছে। তারা দক্ষিণ দিনাজপুর তথা পশ্চিমবঙ্গের নাম উজ্জ্বল করেছে।

বুঝে পড়ি ডাক্তারি
MBBS/BDS/BAMS/MD/MS/DNB
দেশে বিদেশে মেডিকেল কলেজ/ ইউনিভার্সিটিতে
ভর্তির সু-পরামর্শ
9804281628 /8100057613
CHECKMATE CAREER
DESIGNING FUTURE
Park Circus Kolkata
www.checkmatecareer.com
ভবিষ্যতের ভাবনায় ভর্তি

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**